Contents

নবম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

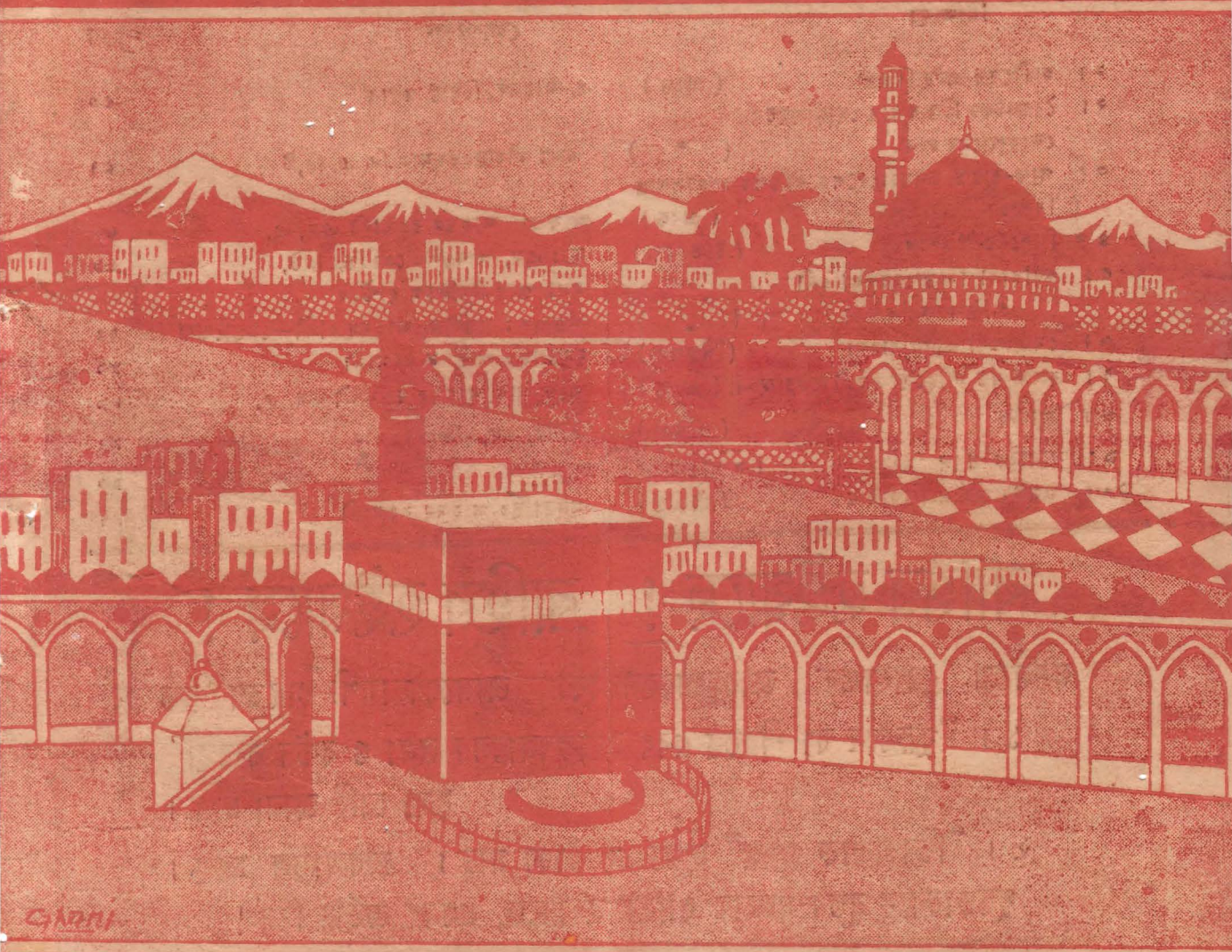

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ॥০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

পৌষ-মাঘ ১৩৬৬ বাং　　জানুয়ারী ১৯৬০ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	হাদীসের প্রামাণিকতা	(প্রবন্ধ)	এ, আহমদ, রিসার্চ স্কলার	৫৩
২।	বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তনে কোরআনের দান	(")	মোঃ মীযানুররহমান বি, এ, বি,টি	৫৭
৩।	পাক-ভারত উপমহাদেশের কতিপয় হাদীসশাস্ত্র বিশারদ	(প্রবন্ধ)	আফতা আহমদ রহমানী এম, এ,	৬১
৪।	মিসরের ইতিহাস	(ইতিহাস)	ডাঃ এম, আবদুলকাদের ডি, লিট,	৬৯
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী	(")	মূলঃ স্যার উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদআলী—মেছাবোশা	৭৫
৬।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৮১
৭।	বাংলা গদ্য সাহিত্যে নবজীবনের সূচনা	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৮৯
৮।	প্রার্থনা	(কবিতা)	এ, বি, এম, মুজিবুররহমান	৯২
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)		৯৩
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৯৭

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"

মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

বাহির হইতেছে ! বাহির হইতেছে !!

আলহাজ্ব মৌলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ জামালী পীর সাহেব ও আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ (গোল্ড মেডালিষ্ট) কৃত

মাসায়েল ও নামাজ শিক্ষা

অল্প সংখ্যক মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্রই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

প্রাপ্তিস্থান : ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ	জানুয়ারী ১৯৬০ খৃস্টাব্দ, রজবুলমুরাজ্জব ১৩৭৯ হিঃ, পৌষ-মাঘ ১৩৬৬ বংগাব্দ	দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশ মহল :—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

হাদীসের প্রামাণিকতা

এ, আহমদ, রিসার্চ স্কলার

ইসলাম ধর্মের অন্যতম মৌলিক উপকরণ হাদিস-শাস্ত্রের বিশ্বস্ততা ও প্রামাণিকতাকে খর্ব করার জন্য ইদানিং আমাদের সমাজের একদল লোক আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন। এঁদের মতে, হাদিসশাস্ত্রের যে বিপুল ভাণ্ডার বরেণ্য মুহাদ্দেসগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের হস্তগত হয়েছে—যার সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক—তার সবগুলিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে রসূলুল্লাহর অন্তর্ধানের একশত বছর পর। এর পূর্বে এসব হাদিস শুধু মাত্র স্মৃতি-শক্তির উপরেই নির্ভর করে বেঁচে ছিল। এ' দীর্ঘকাল যাবত যা মানুষের স্মৃতির উপরে যিন্দা ছিল এবং ব্যাড্‌মিন্‌টনের শাট্‌ল্ কর্কের ন্যায় এক মুখ থেকে আর এক মুখে দিবারাত্রি গড়াগড়ি দিচ্ছিল তা'তে যে সংমিশ্রণ, সংযোজন, পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন হয়নি তার গ্যারান্টি কি? কথায় বলে, "সাত নকলে আসল খাস্তা।" কিন্তু সাত দশকে সত্তর মুখে নকল হয়ে যে হাদিস আমাদের হস্তগত হয়েছে তার সম্বন্ধে এ' প্রবাদ বাক্য প্রযোজ্য হবেনা কেন? এসব কারণে তাঁরা হাদিসকে বিশ্বস্ত বা প্রামাণিক বলে স্বীকার করতে নারায।

উপরোক্ত যুক্তিবাদীদের এসব যুক্তি যে অকাট্য তা' যেকোন নিরপেক্ষ বিচারকই স্বীকার করতে বাধ্য। একশত লোকের একটি জনতার মধ্যে যেকোন একটি বিষয়ের আলোচনা করে দু' চার মাস পরে যদি ঐসব লোককে ডেকে আপন বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করাতে চান তবে দেখবেন, কেউ নিজ ভাষায় বিষয়টির মর্মার্থ প্রদান করছে, কেউ তার মধ্যে টীকা সংযোগ করছে আর কেউ মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা বিষয়টির শ্রীবৃদ্ধি করছে। এতেকরে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একশত বৎসর পর্যন্ত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভরশীল হাদিসশাস্ত্রের সতীত্ব অক্ষুণ্ন ছিলনা। তাই এর বিশ্বস্ততায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সত্যি সত্যিই কি হাদিস রসূলুল্লাহর (দঃ) অন্তর্ধানের একশত বছর পর লিপিবদ্ধ হয়েছে? না হাদিস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বয়ং রসূলুল্লাহর জীবদ্দশাতেই বিদ্যমান ছিল? আমাদের মতে হাদিসশাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্বয়ং রসূলুল্লাহর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং এ' সম্বন্ধে এতবেশী প্রমাণ মওজুদ রয়েছে যে, তা' দেখে Sprenger ও Goldziher প্রমুখ পাশ্চাত্যের হাদিসশাস্ত্রবিশারদগণও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, "হাদিস স্বয়ং রসূলুল্লাহর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। Goldziher তাঁর Muhammadische studien নামক গ্রন্থে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণাদির দ্বারা এদাবী সপ্রমাণিত করেছেন।"

আসল কথা হ'ল এই যে, যাঁরা একথা বলেন যে, রসূলুল্লাহর যুগে হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়নি তাঁরা আরবী ভাষার নিম্নলিখিত দুটী শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্যই করেননা। শব্দ দুটী হল "কেতাবাতুল হাদিস" ও "তদ্‌ভীনুল হাদিস"। প্রথমটীর অর্থ হল "লিপিবদ্ধ করা" আর দ্বিতীয়টীর অর্থ হল "সংকলন করা"। আমরা স্বীকার করি যে, হাদিস সংকলনের কাজ রসূলুল্লাহর যুগে হয়নি বরং উহা সাহাবাগণের শেষ যুগে আরম্ভ হয়েছিল। খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ সর্বপ্রথম একাজে মনোযোগ দেন। তিনি হিজরী সনের ১০০ সালের প্রারম্ভে মদীনার তদানীন্তন গবর্ণর আবুবকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযমকে এ মর্মে একটি ফরমান জারী করেন যে, রসূলুল্লাহর যে হাদিস যেখানে পাও তা' সংকলন করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। প্রাদেশিক গবর্ণরের প্রত্যেককেই এ ফরমানের এক এক কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হাদিস "সংকলন করা" আর হাদিস "লিপিবদ্ধ করা" দুটো এক জিনিষ নয়। এ'দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। "হাদিস রসূলুল্লাহর যুগেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল"—অতঃপর আমরা ইহাকে সপ্রমাণিত করতে প্রয়াস পাব।

হাদীসশাস্ত্রের বর্তমান গ্রন্থরাজি একটু মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, প্রথিতযশা সাহাবাগণের অধিকাংশের নিকট এক একখানি "সহিফা" (বই) ছিল, যার মধ্যে তাঁরা হযরতের নিকট হতে শ্রুত হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখ্‌তেন, হযরতের বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আলআসের নিকট একখানি "সহিফা" ছিল যার মধ্যে তিনি আঁ-হযরতের সমস্ত "কওল" ও "আমল" লিপিবদ্ধ করে রাখ্‌তেন। (বুখারী—কিতাবাতুল এলম; তিরমিযী—বাবুল ইলম; মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল—২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৪, ২০৭, ২১৫, ২১৮; তাবাকাত ইবনে সাআদ ৪র্থ খণ্ড, ২য়ভাগ, পৃঃ ৭)। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানলাভ করেছেন হযরত আবু হুরায়রা। তাঁর মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির সংখ্যা ৫৩৭৪ (মিফ্‌তা হুস্ সুন্নাহ পৃঃ ২৭)। কিন্তু আবুহুরায়রা প্রায়শঃ একথা বলতেন যে, যদি অবদুল্লাহ বিন আমর বিন আলআস হাদিস লিপিবদ্ধ করে না রাখ্‌তেন তবে আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাদিস বর্ণনাকারীর পদ অধিকার করতে পারতাম। (বুখারী, কিতাবাতুল ইলম; তিরমিযী ও বাবুল ইলম)। আমর বিন আলআসের এগ্রন্থখানার নাম ছিল "সাদেফা"। বিখ্যাত তফসীরকার তাবেয়ী মুজাহেদ এগ্রন্থখানি আমর বিন আলআসের নিকট স্বচক্ষে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। (উসুদুল গাবা; তাবাকাত ইবনে সাআদ ৪র্থ খণ্ড, ২য় ভাগ; পৃঃ ৮)। আমরের মৃত্যুর পর এগ্রন্থখানি উত্তরাধিকারসূত্রে তদীয় পৌত্র আবদুল্লাহর হস্তগত হয় এবং তিনি উহার সদ্ব্যবহার করেন। (Goldzihe; Muhammadische studien, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০)

(খ) আঁ-হযরতের শ্রেষ্ঠ সাহাবী এবং ইসলাম জগতের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট ৫০০ (পাঁচশত) হাদিস সম্বলিত একখানি সহিফা ছিল (তাবাকাতুল হুফ্‌ফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫)

(গ) আঁ-হযরতের জামাতা এবং ইসলাম জগতের ৪র্থ খলিফা হজরত আলীর নিকটও একখানা "সহিফা" ছিল, যাতে তিনি ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধীয় হযরতের বর্ণিত হাদিসগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। (বুখারী—দিয়াত আকেলা)।

(ঘ) আঁ-হজরতের অন্যতম সাহাবী জাবের বিন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবদুল্লাহর নিকট একখানি "সহিফা" ছিল। পরবর্তী-কালে কাতাদা নামক তাবেয়ী এরই আধেয় বস্তু বিষয়-গুলি বর্ণনা করতেন। (Goldziher. Muh. stu.)।

(ঙ) সাহাবী উবাদা বিন সাঈদের নিকট একখানি "সহিফা" ছিল। পরবর্ত্তী যুগে তদীয় পুত্র এসহিফা-খানি অবলম্বনে হাদিস বর্ণনা করতেন। (তিরমিযী; বাবুল ইমামীন ও মাআশ শাহেদ)।

(চ) আবদুল্লাহ বিন আলি আওফার নিকট একখানি "সহিফা" ছিল। ইমাম বুখারী স্বীয় সহিহ গ্রন্থে এ সহিফার একটী হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। (বুখারী, বাবুস-সবর ও আলাস কিতাল)।

(ছ) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিকট একাধিক "সহিফা" ছিল। ইমাম তিরমিযী স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদা তায়েফ বন্দরের জনৈক অধিবাসী আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সহিফার একটী নকল তাঁকে পড়ে শুনান এবং এভাবে তাঁর সহিফায় লিখিত হাদিসগুলি বর্ণনা করার অনুমতি-লাভ করেন। ইবনে আবদুল রব লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিকট "এক উটের বোঝা" পরিমাণ লিখিত গ্রন্থ মওজুদ ছিল। তাঁর পরলোক গম-নের পর তদীয় পুত্র আলী এগুলি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে-ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াকেদী তাঁর মাগাজী গ্রন্থে এগুলি হতে যথেষ্ট মালমশলা গ্রহণ করেছেন। (Journal Asiatic Society of Bengal. vol. 25, P. 380.)।

(জ) হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) তাঁর জীবন সায়াহ্নে কতকগুলি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং এসব লিখিত হাদিস তিনি ইবনে ওয়াহাব ও উমায়রা খাম্‌রীকে দেখিয়েছিলেন। (জামেউল বয়ান ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৪)। হজরত আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদিসগুলি যেগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তা, "সহিফা ইবনে হুমাম" নামে সুবিদিত। (তাহযীবুত তাহযীব ১ম খণ্ড, ক্রমিক নম্বর ৫৭৪; মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২—৩১৮)।

যুক্তিবাদীদের কেহ হয়ত' এপ্রশ্ন তুলতে পারেন যে, হাদিস লিপিবদ্ধ করার কাজ সাহাবাগণ স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে আঁ-হযরতের অজ্ঞাতসারেই করেছিলেন অন্যথায় আঁ-হযরত জানতে পারলে এঅপকর্ম কখনও করতে দিতেননা। কারণ তিনি হাদিস লিখার কাজ হতে বিরত থাকার জন্য তাঁদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন। এঅমূলক ধারণার নিরসনকল্পে আমরা নিম্নে কতকগুলি হাদিস উদ্ধৃত করব যাতে করে প্রমাণিত হবে যে আঁ-হযরত স্বয়ং কতকগুলি সাহাবাকে হাদিস লিখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ক) তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব্ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে আবুরাকে' নামক জনৈক সাহাবী আঁ-হযরতের নিকট হতে হাদিস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনু-মতি গ্রহণ করেছিলেন (তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব, ৩য়খণ্ড, পৃঃ ৪৪০)।

খ) বুখারীর মধ্যে একটি হাদিস উল্লিখিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের বৎসর আঁ-হযরতের এক বক্তৃতা শ্রবণ করে আবু শাহ নামক জনৈক সাহাবী এতই সম্মো-হিত হয়েছিল যে, উহা লিপিবদ্ধ করে দেওয়ার জন্য সে আঁ-হযরতকে অনুরোধ জানায়। আঁ-হযরত তার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং জনৈক সাহাবীকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করে দেওয়ার আদেশ করেন। (বুখারী ও বাবুল এলম)।

গ) তিরমিযী নামক হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, জনৈক আনসারী আঁ-হযরতকে তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কথা জানালে আঁ-হযরত তাকে দক্ষিণ হস্তের সাহায্য গ্রহণের অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করে রাখার পরামর্শ দান করেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে আঁ-হযরত (দঃ) শুধু মাত্র একজন নবীই ছিলেননা বরং তিনি একাধারে নবী ও রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচাল-নার জন্য তাঁকে অনেক সময় প্রাদেশিক গভর্ণরগণের নিকট লিখিত ফরমান জারী করতে হত। বলাবাহুল্য, এ সবই ত' হাদিসের পর্যায়ভুক্ত। কানযুল উম্মাল নামক হাদিস গ্রন্থে আঁ-হযরতের এরূপ একখানি সুদীর্ঘ ফর-মানের হুবহু নকল (True Copy) আমরা দেখতে পাই। এ' ফরমানখানি ইয়ামানের তদানীন্তন গভর্ণর আমর বিন আলআসের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। এতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নামাজ, রোজা, সদকা, জাকাত দিয়ত (Compensation of murder), আকিদা ইত্যাদি বহু মসলা-মাসায়েলের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। (কানযুল উম্মাল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৬—১৮৭)। আবুদাউদ নামক হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাহরায়েনের তদানীন্তন গভর্ণর আনসকেও আঁ-হযরত সদকা ও জাকাত সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধাদীর একখানি লিখিত ফরমান পাঠিয়েছিলেন। উক্ত হাদিস গ্রন্থে অপর একটি হাদিসে এ-কথার উল্লেখ রয়েছে যে, আঁ-হজরত সদকা সম্বন্ধীয় একটী ফরমান এক টুকরা কাগজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ফরমানটী ইস্যু করার পূর্বেই তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন এবং কয়েকদিন পর কাগজখানি তাঁর তরবারীর সহিত কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। (আবুদাউদ : যাকাতুস সায়েমা)।

হাদিসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ পোষণ করে থাকেন তাঁদেরকে প্রায়শঃ একথা বলতে শোনা যায় যে, আঁ-হযরত Art of writingকে বড় বিশেষ পছন্দ করতেননা। তাঁরা তাঁদের এ দাবীর সমর্থনে মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিস পেশ করে থাকেন। তাতে বলা হয়েছে, আঁ-হযরত (দঃ) বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে কোরান ছাড়া আর অন্য কিছু লিখে রাখিওনা"।

Art of writing সম্বন্ধে আঁ-হযরতের যে মনোভাবের (Motion) কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। অতঃপর আমরা প্রথমতঃ প্রমাণ করব যে, আঁ-হযরত নিরক্ষর আরবদের মধ্যে লিখনবিদ্যার প্রসারের জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন এবং দ্বিতীয় নম্বরে উপরে বর্ণিত হাদিসটির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

এ'কথা সত্য যে, আঁ-হযরতের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরবদের মধ্যে লিখন-বিদ্যা ও গদ্যে কথাবার্তা বলার চর্চ্চা আরম্ভ হয়। কিন্তু আঁ-হযরতের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত লিখতে জানা লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। গোটা আরব দেশের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষায়, কৃষ্টি ও সভ্যতায় সব চেয়ে বেশী উন্নত ছিল মক্কা নগরী। এই মক্কা নগরীর বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা লিখতে জানতেন তাঁরা সংখ্যায় মাত্র সতেরজন ছিলেন। (কতহুল বুলদান ৪৪৭—৪৮০ পৃঃ)। লিখন-বিদ্যায় আরবদের শিক্ষাগুরু বলে কথিত ইহুদী অধ্যুষিত মদীনায় লিখতে জানা লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। তাবাকাত ইবনে সাআদে এই নয় জন লোকের নামও উল্লিখিত হয়েছে। এরা হলেন, (১) আবু-আবস, (২) উবায় বিন কাআব, (৩) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, (৪) আওস বিন খাওলী, (৫) মুনযীর বিন আমর, (৬) উসায়দ বিন হুযাইর, (৭) তাঁর পিতা, (৮) সাআদ বিন উবাদা, (৯) রাফে' বিন মালেক। আঁ-হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জনসাধারণের মধ্যে লিখনীর সাহায্য গ্রহণ করাকে একটি মর্যাদাহানীকর কাজ বলে গণ্য করা হত। এই জন্যই জাহেলীয়াত যুগের শেষ কবি যুর রুম্মাহ লিখন-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও লিখনীর সাহায্য গ্রহণে বিরত ছিলেন। (কিতাবুল আগানী ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ১২১)। Goldziher লিখেছেন যে, আজও আরবের বদ্দুরা লিখনীর সাহায্য গ্রহণ করাকে অপমানজনক বলে বিবেচনা করে। (Muh. Stu., vol. 1, P. 112)।

আঁ-হযরত (দঃ) সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি আরব জনসাধারণের এ কুৎসিত মনোভাব বিদূরিত করার জন্য ব্যাপক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের কাঙ্গাল ও দরিদ্র বন্দীদেরকে তিনি এ শর্তে মুক্তিদান করেন যে, তাদের প্রত্যেকেই নিরক্ষর আরবদের দশজনকে লিখনী বিদ্যা শিক্ষা দিবে। (তাবাকাত ইবনে সাআদ ২য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৪)। তিনি আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আসকে মদীনাবাসীদেরকে লিখন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। (উসুদুল-গাবা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৫)। স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী হযরত হাফসাকে লিখনী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহর কন্যা শেফাকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরই ইঙ্গিতে হযরত উবাদা বিন সামেত "আসহাবে সুফফার" ধর্মপ্রাণ বৈরাগীদেরকে লিখতে শিখিয়েছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস, যয়দ বিন সাবেত, আবদুল্লাহ বিন মসউদ প্রমুখ একটি বিরাট লিখকদলের (Galaxy of writers) সৃষ্টি হয়েছিল। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তনে কোরআনের দান

মোঃ মিজানুর রহমান বি-এ, বি-টি

বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের চরমোন্নতির যুগ। পৃথিবীর নানাদেশে শত শত বৈজ্ঞানিক তাদের জ্ঞান, গবেষণা ও আবিস্কার দ্বারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে অহরহ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতেছেন। দিকেদিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বিঘোষিত হইতেছে। যে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ চন্দ্রালোকে ঘর বাঁধিবার প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইয়াছে, মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বেও তারা ছিল বিজ্ঞানের রাজ্যে নির্বোধ শিশুর ন্যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মহাগ্রন্থ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে ইউরোপের জাতিগুলি বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। প্রাচ্যের অবস্থাও ছিল ঠিক তদনুরূপ। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের তিমির দূরে সরাইয়া মহাগ্রন্থ কোরআন সর্বপ্রথম জগতে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করে। শত সহস্র বৎসরের জড়তা ও জঞ্জাল দূরে সরাইয়া কোরআন মানবজাতিকে সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও মহান জীবনযাপন করার সন্ধান দেয়। মনুষ্যকুল আলোর সন্ধান পাইয়া ধন্য হয়। একমাত্র মহাগ্রন্থ কোরআনই জগতে স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণার জন্য মুক্তপথের আবিস্কার করিয়াছে। সেদিন কোরআনের আবির্ভাব মানুষের চিন্তা জগতে যে বিপ্লবের গোড়াপত্তন করিয়াছিল, উহারই ফলে আধুনিক জগৎ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চায় এতটা উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গ্রীক জ্ঞান গবেষণাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টার মধ্যমেই আধুনিক বিজ্ঞান চর্চ্চার গোড়াপত্তন হয় বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ ধারণার অসীকতা সহজেই ধরা পড়ে। গ্রীক পণ্ডিতগণের দুইটী শাখা ছিল। তাদের একটী শাখার কেন্দ্র ছিল এথেন্স এবং অপরটীর আলেকজান্দ্রিয়া। জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রিয়ার শাখাটী এথেন্স হইতে অধিকতর উন্নত ছিল।

এথেন্সের পণ্ডিতগণের জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে এইচ, জি, ওয়েলস মন্তব্য করিতে যাইয়া বলেন, "তাদের শিক্ষাদীক্ষার স্বল্পতা কল্পনা করা আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে অসম্ভব। জগতের অতীত ইতিহাসের কোন খবরই তারা রাখিতনা। ইরানের সীমা এবং ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্তই তাদের ভৌগোলিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাদের জ্ঞান ছিল নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের, আবার তাও ছিল কল্পনা প্রসূত। ইউক্লিড কৃত জ্যামিতির ৪৭তম উপপাদ্যকেই তারা মানববুদ্ধির চরম বিকাশের ফল বলিয়া মনে করিত। জ্ঞান চর্চ্চায় কোনপ্রকার ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি তাদের নিকট ছিলনা। সময়ের নির্ভুল পরিমাণ নির্দ্ধারণ ছিল তাদের সাধ্যাতীত। অঙ্ক ও সঠিক গণনা পদ্ধতিতে তারা কোনই উন্নতি দেখাইতে পারেনাই। বস্তুর প্রকৃত ওজন নিরূপণে তারা অপারগ ছিল। গ্রীক পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণের নাম গন্ধও জানিতেননা।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যা মন্দিরে যতটুকু জ্ঞান চর্চ্চা হইয়াছিল উহা এথেন্সের চেয়ে অনেক দিক দিয়া উন্নত। কিন্তু সেখানকার জ্ঞান প্রদীপ অল্পকালের মধ্যেই নিভিয়া যায়। গোটা কয়েক বিদ্যার নিগুর্ণ আস্ফালনকারী ছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ায় জ্ঞান চর্চ্চার আর কিছুই বাকী ছিলনা।"

গ্রীক পণ্ডিত ১ম বাতলামুস ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। দেবদেবীর উপাসনার জন্য তিনি অন্য একটী মন্দির আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থাপন করেন। এই মন্দিরে গ্রীকদেবী আলসিস এবং তার শিশু পুত্র হোরেস প্রভৃতির পূজা বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইত। ক্রমে ঐ মন্দির হইতে জুপিটার, আলসিস প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা জগতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে জ্ঞান চর্চ্চার পরিবর্তে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং পরবর্ত্তীকালের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানব সমাজের অশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দাড়ায়। কিছুকালের মধ্যেই ঐ সকল দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়। জগতের বিভিন্ন দেশে অগণ্য দেবদেবী ও ভূতের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার স্থান দখল করে নেয় কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। "দেবদেবীর সাহায্য ছাড়া মানুষের জীবন অচল"—এই বিশ্বাস মানুষের স্বাধীন চিন্তা শক্তিকে এরূপ পঙ্গু করিয়া দেয় যে, অগণিত মানব সন্তান আধুনিক যুগেও উহাদের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনাই। মুক্ত মন ও স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির পরিচালনা ছাড়া প্রকৃত জ্ঞানার্জন অসম্ভব। প্রত্যেক বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক ও উহার সঠিক ফলাফলের ধারণা করিতে হইলে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং আলেকজান্দ্রিয়ার প্রভাব জগতে জ্ঞান চর্চ্চা বিকাশের পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারই ছড়াইয়া ছিল বেশী।

সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে শুধু গ্রীক পণ্ডিতগণই অনগ্রসর ছিলেন, এমন নয়। প্রাচীনকালের অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণ তাদের জ্ঞান চর্চ্চার সিদ্ধান্ত গুলি কোন পরীক্ষিত সত্যের উপর দাড় করাইবার পদ্ধতিই জানিতেননা অথচ জগতে মানুষের কল্যাণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান গবেষণার পন্থা আবিষ্কার এবং উহার ফলাফল মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে রূপায়িত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল। অতীতকালের পণ্ডিতগণ কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে কল্পনার আশ্রয় লইতেন। সুতরাং সুশৃঙ্খল জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তারা নীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারেননাই। বাস্তব গবেষণার নিকট কল্পনার স্থান নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বস্তুর বাহ্যিক রূপের আলোচনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন উহার আভ্যন্তরীন গুণাগুণ সূক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার কোন প্রয়োজন মনে করিতেননা। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ যে অসম্ভব ইহা ছিল তাহাদের কল্পনাতীত।

আরিষ্টটল। গ্রীক পণ্ডিতগণের মধ্যে আরিষ্টটলের স্থান সর্বোচ্চে। তাঁর রচনাগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই আমাদের এই দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আরিষ্টটলের রচনাবলী প্রকৃতপক্ষে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার ফল নয়। কারণ গবেষণা বা নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ছাড়াই তিনি সেইসব রচনা করিয়াছেন। সেইযুগে তাঁকে যেসকল সমস্যার সমাধান করিতে হইত, আরিষ্টটল নিছক কল্পনার সাহায্যে সেইগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। অবশ্য প্রাচীনযুগে জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে আরিষ্টটল অনেকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে সেই যুগে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলনা। তিনি জ্ঞানসাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেখনী চালাইয়া গিয়াছেন—জীব-জন্তু, খণিজ, চিকিৎসা প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়েনাই। সেই যুগের জ্ঞানমন্দিরে তাঁহার পৌরহিত্য সর্বজন স্বীকৃত। তিনিই প্রাচীন দর্শনের গোড়াপত্তন করেন। ইউরোপ প্রাথমিক যুগে উহা হইতে কিছু কিছু চিন্তার খোরাক পাইয়াছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইহা না বলিয়া উপায় নাই যে, আরিষ্টটল যেভাবে জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন উহার কোন সুনির্দ্দিষ্ট ধারা ছিলনা। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ কিম্বা বিশেষভাবে পরীক্ষিত কোন নিয়মের মাধ্যমে অরিষ্টটল তাঁর চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারেননাই। দাওয়ান এই ব্যাপারে আলোকপাত করিতে যাইয়া বলেন, "আরিষ্টটলের যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বলিতে কিছুই ছিলনা। আরিষ্টটল যাহা রচনা করিতেন উহা প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা সে দিকে তিনি লক্ষ্য করিতেননা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নিয়ম ও চিন্তা এবং নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিকৃত না হওয়া পর্যন্ত জগতে অরিষ্টটলের পাণ্ডিত্যের কদর ছিল। অরিষ্টটল মনে করিতেন যে, পুরুষের চেয়ে নারীর দন্তসংখ্যা কম। গ্রীক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট এই যে, উহা শুধু দর্শন নিয়াই ব্যস্ত ছিল। বাস্তবকে পরীক্ষিত সত্যের উপর স্থাপন করা ছিল উহার সাধ্যের বাহিরে। ইহাতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, গ্রীক জ্ঞান গবেষণার ধারা সুনিয়ন্ত্রিত ছিলনা।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লুইস, আরিষ্টটল সম্পর্কে বলেন, "আরিষ্টটলকে কোন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে স্থানদান করাত দূরের কথা তাহাকে পর্যবেক্ষক হিসাবে গণ্যই করা যায়না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য বর্ণনায় তিনি অক্ষম ছিলেন। তার সিদ্ধান্তগুলির বুনিয়াদ পরীক্ষিত সত্যের উপর দাঁড় করাইতে না পারায় আরিষ্টটল কর্তৃক প্রবর্তিত জ্ঞান চর্চ্চার ধারা পরবর্ত্তী-যুগের মানব সমাজের বিশেষ উপকারে আসে নাই। অন্যথায় জগৎ বিজ্ঞান চর্চ্চাক্ষেত্রে বহু পূর্বেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত।" লুইস, আরিষ্টটল সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ এই যে, এই প্রাচীন পণ্ডিতের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে এমন সব ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়—যাহা সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, "পীতজ্বরে আক্রান্ত কোন স্ত্রীলোক আয়নায় মুখ দর্শন করিলে উহাতে একপ্রকার লালবর্ণের বাষ্পের আবির্ভাব হয়। আর নূতন আয়নায় ঐরূপ বাষ্প পড়িলে উহা মুছিয়া ফেলা দুঃসাধ্য।"

—রোজার বেকন, আরিষ্টটল সম্বন্ধে আরও কঠিন মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে "আরিষ্টটলের রচনাগুলি পর্যালোচনা করিলে তাঁহাকে পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য করা যায়না। সম্ভব হইলে তাঁর রচনাগুলি পোড়াইয়া ফেলা উচিৎ। অজ্ঞানতার প্রশ্রয় এবং অমূল্য সময় নষ্ট করা ব্যতীত ঐগুলি পাঠ করার কোনই আবশ্যকতা নাই।"

গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল সম্বন্ধে এই সকল আলোচনা হওয়ার পর ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বলিতে যাহা বুঝায়, আরিষ্টটলের মধ্যে উহা আদৌ ছিলনা।

মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। গ্রীসের পর আলেকজান্দ্রিয়ার প্রায় একশতাব্দীকাল জ্ঞানচর্চ্চার পথ প্রশস্ত ছিল। তারপর আলেকজান্দ্রিয়া হইতে জ্ঞানচর্চ্চা নির্বাসিত হওয়ায় উহার আর কোনই পথ ছিলনা। ফলে মানুষের মধ্যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের রাজত্ব স্থাপিত হয় এবং জ্ঞানচর্চ্চা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। প্রাণী ও বস্তু জগতের সকল প্রকার ক্ষমতা কোন না কোন দেবদেবীর কবলে চলিয়া যায়। মানবজাতি এক নিবিড় তিমির যুগে প্রবেশ করে। হযরত ঈসার (সঃ) প্রচারিত ধর্ম মানুষকে সংস্কৃত করিতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার সহচর ও হাওয়ারিনগণ কুসংস্কারের প্রচারনা চালাইতে থাকেন। ফলে ঈসার (সঃ) প্রচারিত ধর্মের সাহায্যে যতটুকু আলোক পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল উহাও তিরোহিত হয়। মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ সকল স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

মধ্যযুগ সম্বন্ধে হের লেসলির মত এই যে, "সেই যুগকে ভীষণ কষ্ট ও বিপদ সঙ্কুল যুগ বলা যাইতে পারে। মানুষের অজ্ঞতা, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, খুনখারাবী, হিংসাদ্বেষ, পাশবিক অত্যাচার, লাম্পট্য প্রভৃতি এই যুগের বৈশিষ্ট। ডাক্তার লেসলির মতে, সেই যুগে মানুষ প্রাকৃতিক রহস্যের কোনই সন্ধান জানিতনা। ফলে সেইযুগের মানুষ এক সূচিভেদ্য তিমির ও স্থবীরতার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিল। মানুষের জীবন বড়ই বিপদ সঙ্কুল ও সংকীর্ণ ছিল।

এই অন্ধকারযুগের অবসানকল্পে মহাগ্রন্থ কোরআন অবতীর্ণ হয়। ইসলামের এই মহাগ্রন্থ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মুক্তমন, স্বাধীনচিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যজাল ছিন্ন করিয়া নবনব আবিষ্কার দ্বারা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য মানবজাতিকে আহ্বান জানায়। কোরআন ঘোষণা করে যে, জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিকে পথ প্রদর্শক করিতে হইবে। প্রকৃতির রহস্যভেদ করিতে হইলে সুশৃঙ্খল চিন্তাধারার সাহায্যে বিধাতার সৃষ্ট জগতের অপরিবর্ত্তিত নিয়মকানুন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের প্রকৃত পথ আবিষ্কার করিবে। প্রকৃতি রাজ্যে ও মানব সমাজে স্রষ্টা যে সকল অমোঘ নিয়মের প্রবর্তন করিয়াছেন সেই গুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নবনব আবিষ্কারের দ্বারা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে কোরআন মানুষের চিন্তা জগতে এক মহা বিপ্লবের সূচনা করে। শত শত দেবদেবীকে কেন্দ্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা জগতে যে জড়তার রাজত্ব এতকাল ধরিয়া কায়েম করিয়া রাখিয়াছিল, কোরআন উহার মূলে কুঠারাঘাত করে। ফলে মানুষ আলোর পরশ পায়। সৃষ্টিকুলের নিগূঢ় তত্ত্ব ও উহার বৈচিত্র উপলব্ধি করার জন্য মানুষ নূতন পথের সন্ধান লাভ করে।

প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা

প্রাণী কিংবা বস্তু জগৎ কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন। বিধাতার সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তু জগৎ এই অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেনা। যেখানেই উহার ব্যতিক্রম সেইখানেই সমূহ বিপদ। এই বিরাট সৃষ্ট জগৎ সেই নিয়মের অধীন। উহার কোন পরিবর্তন নাই। নিয়মে বাধা থাকিয়াই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং অপনাপন পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ নিয়মের শিক্ষা ও উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য বিধাতার সৃষ্ট রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উহার গতিবিধি ও নিয়ম নিষ্ঠা প্রতিপালন করার দ্বারা অবহিত হওয়ার জন্য কোরআন মানব জাতিকে সঙ্কেত দিয়াছে। কোরআন ঘোষণা করিতেছে—

والشمس تجرى لمستقرلها ذالك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لاالشمس ينبغى لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل فى فلك يسبحون، (সূরা ইয়াসিন)

সূর্য্য (উহার) গন্তব্যপথে (অবিরত) ধাবমান। উহাই মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাশীল (আল্লাহর) নির্দ্ধারিত নিয়ম। এবং আমরা চন্দ্রের গতিপথও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি। অবশেষে উহা (ক্ষয় হইতে হইতে মাসের শেষে) পুরাতন শুষ্ক খর্জুরের ডালের দশাপ্রাপ্ত হয়। চন্দ্র সূর্য্যের নাগালের বাহিরে এবং রাত্রিও দিনকে পশ্চাতে ফেলিতে অক্ষম। চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রত্যেকেই (নিজনিজ কক্ষপথে) অনন্ত শূন্যে বিচরণশীল।

উপরে উল্লিখিত আয়াতগুলি পাঠে বুঝা যায় যে, সৃষ্ট জগৎ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। জীবই হউক আর জড়ই হউক কাহারও স্রষ্টার নিয়ম লঙ্ঘন করার উপায় নাই। যেখানেই উহার ব্যতিক্রম সেখানেই বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস। আল্লাহর নিয়ম যে কখনও বদলায়না তাহা অবহিত হওয়ার ও সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্ ঘোষণা করিতেছেন ولن تجد لسنة الله تبديلا এবং তুমি কখনও আল্লাহর (নির্দ্ধারিত) নিয়মের রদবদল পাইবেনা। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে চন্দ্র ও সূর্য্য যে নিয়মে উদয় ও অস্ত যাইত এখনও সেই নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম নাই। দিবারাত্রির গমনাগমনেও সেই একই নিয়ম। এইরূপে কোরআন অন্ধকার যুগের মানুষকে সন্ধান দিল যে, এ বিশ্বচরাচর অমোঘ নিয়মের অধীন। এই সকল নিয়ম কখনও বদলায়না। সুতরাং প্রাকৃতিক রহস্যজাল ছিন্ন করিতে হইলে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছাড়া উহা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশৃঙ্খল ও খেইহারা চিন্তা কখনও নিয়মের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা। এইরূপে কোরআন জ্ঞান-রাজ্যের রহস্য ভেদ করার জন্য অমোঘ নিয়ম ও শৃঙ্খলার সন্ধান দেওয়ায় অন্ধকার যুগের মানুষ চিন্তা জগাত জ্ঞান-চর্চ্চার ও সুশৃঙ্খল গবেষণার গোড়াপত্তনে সক্ষম হয়।

এই পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হইল সৃষ্টির পর্যালোচনা ও উহার রহস্য ভেদের সন্ধানলাভ। এই পৃথিবীতে স্রষ্টা হাজার হাজার জীব ও জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল জীব ও জড় পদার্থের বিচিত্র লীলাময় জীবনে মানুষের শিক্ষনীয় বহু নিগূঢ় তত্ত্ব বিরাজমান। মানুষ তার ইন্দ্রিয় স্বাধীন চিন্তা শক্তির সাহায্যে এইগুলির পর্যবেক্ষণ করিবে এবং জ্ঞান গবেষণার দ্বারা বস্তু জগৎ জয় করিয়া নিজ বশে আনয়ন করিবে। কিন্তু মানুষ এই সকলকে ছাড়িয়া অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই জন্য কোরআন মানুষকে সতর্ক করিয়া ঘোষণা করিতেছে—

لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اذان لايسمعون بها ولهم اعين لايبصرون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون - (সূরা আ'রাফ)

তাদের অন্তর আছে (কিন্তু) উহা দ্বারা তাহারা বুঝেনা। এবং তাদের কর্ণ আছে (কিন্তু) উহা দ্বারা তাহারা শ্রবণ করেনা। এবং তাদের চক্ষু আছে (কিন্তু) উহা দ্বারা তাহারা দর্শন করেনা। তাহারা পশুর ন্যায় বরং পশুদের চেয়েও অধিকতর অজ্ঞ। তাহারাই হইতেছে চেতনা-শক্তি বিবর্জিত। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

পাক-ভারত উপমহাদেশের কতিপয় হাদিসশাস্ত্রবিশারদ

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

ইস্‌লামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, আঁ-হযরতের (দঃ) মৃত্যুর পর হ'তে আজ পর্যন্ত হাদিস-শাস্ত্রের খিদমত অবাধ গতিতে সম্পাদিত হয়ে আস্‌ছে। যখনই জাহানে ইস্‌লামের কোন দেশ দুর্ভাগ্য বশতঃ এ মহান কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে অমনি আর এক দেশ একে লুফিয়ে নিয়ে ধন্য হয়েছে। কখন ইরাক, কখন সিরিয়া কখন মিসর কখন ভারত এ পুণ্য আলোচনার কেন্দ্র-ভূমি হিসেবে কাজ করবার গৌরব অর্জন করেছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, আব্বাসীয় খলিফাগণের স্বর্ণযুগে ইরাকের অন্তর্গত দেশসমূহ সর্ব-প্রথম ও সর্বাধিক হাদিসশাস্ত্রের খেদমত আনজাম দিয়ে ছিল। এ যুগের আলেমগণের সিঞ্চিত অবদানে হাদিস-শাস্ত্রের যে উন্নতি সাধন হয়েছিল তা' প্রলয় দিবসের উষার আলোক প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত অক্ষয় ও অব্যয় হয়েই থাকবে। সিহাহ সিত্তা নামক হাদিসশাস্ত্রের যে ছয়খানি কিতাব বিশ্বের ৮০ কোটী মুসলমানের নিকট প্রামাণিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে তার প্রত্যেকটীই এ যুগে সংকলিত হয়েছিল।

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাকু কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হওয়ার পর হতে হাদিসশাস্ত্রের খিদমত আনজাম দেও-য়ার গৌরব লাভ করে মিসর। মিসরে ইসলামী হুকুমতের দু'যুগেই (ফাতেমী ও মমলুক) হাদিসশাস্ত্রের যথোপোযুক্ত চর্চ্চা হয়েছিল। এ দেশের খলিফা ও সুলতানগণ হাদিসশাস্ত্রের চর্চ্চার করার জন্য যেসব বিরাট বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষার উন্নতিকল্পে মুক্ত হস্তে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে-ছিলেন তা' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও উজ্জল হয়ে আছে। * শুধু তাই নয়, বরং এদেশের সুলতান ও খলিফাগণ স্বয়ং হাসিদশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য খিলাফতের তুলতুলে নরম ও উচ্চ গদি হতে নেমে এসে অন্যান্য মুহাদ্দেসগণের সঙ্গে চট্ ও চাটাইয়ের বিছানায় উপবিষ্ট হয়েছিলেন। খলিফা মালিক যাহের বয়কুক, ইমাম আক-মল উদ্দীনের নিকট ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েত করার জন্য মুহাদ্দেসীনদের দলভুক্ত হন। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিসরবাসীদের স্থান উচ্চতর করার উদ্দেশ্যে তিনি ইবনে আবুল মাজ্‌দ নামক তদানীন্তন মুহাদ্দেসকুলচূড়ামণিকে বিপুল অর্থ-ব্যয়ে মিসরে আনয়ন করেন। সুলতান আল মুয়াইয়েদ সিরাজুদ্দীন বালকিনীর নিকট সহিহ বুখারী অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর নিকট হতে তিনি বিনা-মধ্যস্থতায় বুখা-রীর রেওয়ায়েতও করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আস-কালানী সুলতান আল-মুয়াইয়েদের নিকট হাদিস শ্রবণ করেন এবং আল্‌মাজমাউল মুয়াস্‌সাস্ লিল মু'জামিল মুফাহরাস নামক বিখ্যাত গ্রন্থে স্বীয় উস্তাদগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করেন। উক্ত সুলতান "আল্ মাসা-য়েলুশ শরিফা ফি আদিল্লাতিল ইমাম আবু হানিফা" নামক গ্রন্থ প্রণেতা শামসুদ্দীন দিরীকে বহু সাধ্য-সাধনা ও অর্থের বিনিময়ে মিসর ভূমিতে আনয়ন করেন। খলিফা মালিক যাহের চকমক্ বিখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনুল জাযারীর নিকট সহিহ বুখারী অধ্যয়ন করেন এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের বড় বড় মুহাদ্দেসগণকে মিসরে আনয়ন পূর্বক মিসর-বাসীদের জন্য হাদিসশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দেন। সেযুগে মিসরের দুর্গই ছিল হাদিসশাস্ত্রের শিক্ষা-কেন্দ্র বা দারুল হাদিস। লৌহ নির্মিত তরবারী-ধারী নিরক্ষর সৈন্যদের পরিবর্তে কোরান-হাদিস রূপী তরবারী ধারী মহাপণ্ডিত সৈন্যদের আবাসভূমিতে পরি-ণত হয়ে মিসরের দুর্গ সে কালে যে কি অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল তা' চিন্তা করলে আজও মন পুলকিত হয়ে উঠে। হাদিসশাস্ত্রের প্রতি স্বয়ং সুলতানগণের এ অনুরাগ ও সহানুভূতির ফলে মিসর দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে ইল্‌মের শিক্ষা জগতে রামরাজত্ব চালাতে সক্ষম হয়েছিল। সুলতানগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মিসরের আমীর ওমারাহগণ শিক্ষা-বিস্তার কল্পে যেভাবে মুক্ত হস্তে তাঁদের ধনভাণ্ডার বিতরণ করেছেন এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপেক্ষাকৃত মেধাবী সন্তানগণ কোরান ও হাদিসশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় যে অপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন তা শুধু মিসর বাসীদেরই নয় বরং সমগ্র জাহানে-ইসলামের জন্য আজও গৌরবের বস্তু হয়ে আছে। একমাত্র হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী মিসরীর রিজাল শাস্ত্রীয় নির্ভুল যাঁচাই (Scrutiny) দেখ্‌লে আজও আকেল গুড়ুম্ হয়ে যায়। ইসলাম জগতের সর্বাধিক রচনা-নিপুন যাঁর লিখনী দিয়ে ন্যূনাধিক ৫০০ (পাঁচ শত) ছোট বড় বই প্রণীত হয়ে ছিল সেই মহাপণ্ডিত সয়ূতীও ছিলেন মিসরেরই অধিবাসী। দীর্ঘ তিন শত বৎসর পর মিসরের শিক্ষা জগতে এক অশুভ নক্ষত্রের উদয় হয়। হিজরী সনের দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে বুরজী মামলুক-দের পতনের পর হতে মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্রে ভাটা পড়্‌তে আরম্ভ হয়। দশম শতাব্দী হিজরী ও তৎপরবর্ত্তী যুগে মিসরে যেসব আলেম জন্ম গ্রহণ করেন পূর্ববর্তী তিন শতাব্দীর আলেমগণের সঙ্গে তাদের তুলনা করে দেখলে আমাদের এ কথার সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌বে।

পূর্বেই বলেছি, যখনই জাহানে ইস্‌লামের কোন দেশ হাদিসশাস্ত্রের খিদমত আনজাম দিতে অমনোযোগী হয়েছে অমনি আর এক দেশ এ পবিত্র দায়িত্ব বহনে অগ্রণী হয়েছে। ইরাকের পতনের পর মিসর এ গুরুভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এবারে মিসরের বুরজী মামলুকদের পতনের পর পাক-ভারত উপমহাদেশ এ খেদমত আনজাম দেওয়ার জন্য আসরে নেমে আস্‌ল। এত দীর্ঘদিন ধরে এ উপমহাদেশে ইস্‌লামী শিক্ষার যে মোটেই চর্চা হয়নি তা' নয় বরং ফেকাহ শাস্ত্রের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। ফত্‌ওয়া তাতারখানিয়া ও লবাবুল মানাসেক ইত্যাদি ফিকাহ শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের কিতাবসমূহ আজও সে যুগের ফিকাহ শাস্ত্রের চরম উৎ-কর্ষ সাধনের স্মৃতি বহন করে আসছে। সেযুগে এ-উপমহাদেশে হাদিসশাস্ত্রের যে মোটেই আলোচনা হয়নি সেকথাও যোর করে বলা যায়না, কারণ হাদিসশাস্ত্রের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "মাশারেকুল আনওয়ার" লাহোর নিবাসী ইমাম সাগানী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ) কর্তৃক রচিত হয়েছে। এ কিতাব-খানি দেখে মনে হয় যে, এ উপমহাদেশে দশম শতাব্দী হিজরীর পূর্বেও হাদিসের চর্চ্চা হয়েছিল। তবে কথা হল এই যে, ইমাম সাগানী হাদীস শিক্ষা লাভ করেন ভারত উপমহাদেশে নয় বরং এর বাইরে। সে যাই হোক, এ উপমহাদেশে হাদীস-শাস্ত্রের পূর্ণ উদ্যমে আলোচনা আরম্ভ হয় হিজরী সনের দশম শতাব্দী হতে। দশম শতাব্দীর আলেমগণের মধ্য হ'তে আল্লামা মোহাম্মদ তাহের পাট্‌নী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ) ও শেখ আলী মুত্তাকীর (মৃঃ ৯৭৫ হিঃ) নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আল্লামা তাহের পাট্‌নীর "মাজমাউল বিহার ও আল্‌মুগনী এবং শেখ আলী মুত্তাকীর "কনযুল উম্‌মাল" তাঁদের হাদীসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে আস্‌ছে।

ইমাম সাগানী মৃঃ ৬৫০ হিঃ

তাহের পাটনী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ) ও আলী মুত্তাকি (মৃঃ ৯৭৫ হিঃ)

হিজরী সনের একাদশ শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ আলফসানী হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী সাহেব পাক ভারত উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্রের ব্যাপক প্রচারের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তা' অনাদিকাল পর্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। তাঁর এ ব্যাপক প্রচারণা এমনি ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, কথিত আছে যে, এ প্রচারণায় অনুপ্রাণীত হয়ে আওরঙ্গযেব আলমগীর রহমাতুল্লাহ আলায়হি বার হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ করেছিলেন। সুলতান আওরঙ্গযেবের বিদ্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি চিহ্ন "ফত্‌ওয়া আলমগীরী" যা' আজও মুসলিম জাহান কর্তৃক সমাদৃত হয়ে আস্‌ছে, এটাকে মুজাদ্দেদ আলফসানীরই প্রচারণার কীর্ত্তি বললেও অত্যুক্তি হয়না। হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব "মাকাতিবে মুজাদ্দেদিয়া" নামক যে গ্রন্থখানা রচনা করে গেছেন তার গুরুত্ব অনুমিত হয় এঘটনার দ্বারা যে, বাগদাদের আল্লামা আলুসী তাঁর রুহুল মা'আনী নামক প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থে যত্রতত্র এর উল্লেখ করেছেন।

মুজাদ্দেদ আলফসানী (মৃঃ ১০৩৪ হি)

হিজরী সনের দশম শতাব্দীর শেষভাগে "মুহাদ্দেস-ই-হিন্দ" শেখ মুহাম্মদ আবদুল হক হেজায হ'তে হাদীসশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর দিল্লীতে আগমন করেন। তিনি আরবীভাষায় মেশকাতের মুকা-

শেখ মুহাম্মদ আবদুলহক দেহলভী (মৃঃ ১০৫২ হিঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দমা ও ব্যাখ্যা লিখেন। তাঁর পার্সী ভাষায় লিখিত মেশকাতের ব্যাখ্যা "আশে'য়াতুল লাম্‌আত" আজও হাদীসশাস্ত্রামোদী শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। তিনি "সিফ্‌রুস্‌সাআদাহ" নামক গ্রন্থখানিরও একখানি ব্যাখ্যা লিখেন। একথা দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, দিল্লীশ্বর আকবরের যুগ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে যেসব ইতিহাস ও জীবনী রচিত হয়েছে তাতে সুফীয়া কেরাম ও কবিদের যথেষ্ট উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া গেলেও এ দেশের আমলে ওলামাদের কোন নাম গন্ধই পাওয়া যায়না। আকবরের যুগে মুল্লা বাদায়ূনী কর্তৃক লিখিত "মুনতাখাবুল আখ্‌য়ার" এবং তৎপরবর্তী জাহাঙ্গীরের যুগে শেখ আব্‌দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী কর্তৃক লিখিত আখ্‌বারুল আখ্‌য়ার নামক পুস্তকদ্বয়ে তৎকালীন উলামাদের নাম ও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু বই দু'খানি এতই সংক্ষিপ্ত যে, একে মিলাদ মহফিলের "তবারুক" বল্লেও অত্যুক্তি হয়না। শেখ সাহেবের জীবদ্দশাতেই তদীয় যোগ্য পুত্র মওলানা নূরুলহক বুখারী ও মুসলিমের ব্যাখ্যা লিখেন। তাঁর রচিত "যুব্‌দাতুত্‌ তাওয়ারীখ" আকবরের রাজত্ব সম্বন্ধীয় বিশদ বিবরণের জন্য একখানি প্রামাণিক ইতিহাস বলে বিবেচিত হয়।

মওলানা নূরুলহক (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ)

হিজরী সনের দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে "ইমামুল-হিন্দ হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আর্‌য" শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী দীল্লী নগরীরএক অতীব সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুধু ভারত বর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং ভারতের বাইরে আরব ও আজমের সর্বত্র তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্ধ তকলীদের বেড়াজাল হতে মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে বিশুদ্ধ করার জন্য এবং শের্ক ও বেদ্‌আতের কলুষ হতে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে মুক্ত করার জন্য তিনি যে রেনেসাঁ অভিযান চালিয়েছিলেন তারই ফলস্বরূপ এ উপমহাদেশে "আমল বিল হাদিসের" সূত্রপাত হয় এবং পররবর্ত্তী কালে পাক ভারতের সর্বত্র হাদিসশাস্ত্রের ব্যাপক প্রচারণা আরম্ভ হয়ে যায়। স্বনামধন্য মোহাদ্দেস হযরত সৈয়দ মওলানা নযীর হুসাইন উরফে মিয়াঁ সাহেবের ছাত্রমণ্ডলী দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন আর হাদিসের প্রচার ও প্রসার হতে থাকে। আল্লামা নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খান প্রণীত বুখারীর ভাষ্য আউনুলবারী, মুস্‌লিমের ভাষ্য সিরাজুস ওয়াহহাজ, আল্লামা শামছুল হক প্রণীত আউনুলমা'বুদ, গায়েতুল মক্‌সুদ ও দারকুত্‌নীর ভাষ্য মুগ্‌নী, মওলানা আবুল হাসান প্রণীত বুখারীর উর্দু ভাষ্য ফয়যুলবারী এবং নওয়াব সাহেবের মিস্‌কুল খেতাম ও ফত্‌হুল আল্লাম প্রভৃতি হাদিসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যেসব গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হয়েছে তার প্রেরণা জুগিয়েছে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীর রেঁনেসা-অভিযান।

হুজ্জাতুল্লাহ শাহ ওলি উল্লাহ মৃঃ ১১৭৬ হিঃ

অন্ধ-তকলিদের মায়ায় উন্মাদ-প্রায় একটা জাতির নিকট তকলিদের বিরুদ্ধে লিখনী পরিচালনা করা যে-কি দুঃসাহসিকতার কাজ তা; ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শাহ ওলিউল্লাহকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল এমনি একটা জাতির। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় মুসলমানদেরকে স্বাধীন চিন্তার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর "ইনসাফ ফি বায়ানে সববিল ইখ্‌তিলাফ" ও "ইক্‌দুলজিদ ফি আহ্‌কামিল ইজ্‌তেহাদ ওয়াত্‌ তকলিদ" নামক পুস্তক দ্বয়ে বিশদ বিবরণসহকারে একথা পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, কোরআন ও হাদিসের বিদ্যমানতায় ফকিহ দের ইজতেহাদের তকলিদ করা হারাম।

শাহ ওলিউল্লাহ ছিলেন একাধারে যুগ-প্রবর্ত্তক, মুহাদ্দেস, সূফী ও মুহাক্কেক আলেম। তাঁর লিখনী-প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। তিনি তফসির, হাদিস, আস্‌রারে শরিয়ত, তাসাওউফ, সিরত, আকায়েদ ও মুনাযারা ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কালের করাল গতিতে তার অর্দ্ধেকেরও বেশী গ্রন্থ ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র ৫০ খানা গ্রন্থের নাম অবগত হয়েছি। জনাব শাহ সাহেবকে তাঁর যেগ্রন্থখানি অমরত্ব দান করেছে তার নাম হল "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা"। এতে হাদিস, ফিকাহ, তাসাওউফ, আখলাক, ফিলোসফি এবং সর্বোপরি হিকমতে শরীয়-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তের এমন মনোজ্ঞ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে যা, আজ পর্যন্ত ইসলাম জগতে অতুলনীয় হয়ে আছে।

শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে—শাহ আবদুল আযিয (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ), শাহ আবদুল কাদের (মৃঃ ১২৪৩ হিঃ), শাহ রফিউদ্দীন (মৃঃ ১২৪৯ হিঃ) এবং শাহ আবদুল গণি (মৃঃ ১২২৭ হিঃ)—প্রত্যেকেই ছিলেন এ উপমহাদেশে হাদিসশাস্ত্র প্রচারের অগ্রদূত। তবে এঁদের মধ্যে শাহ আবদুল আযিযের দান ছিল সর্বাধিক। আর সত্য বলতে কি, হাদিস প্রচারের জন্য শাহ ওলিউল্লাহ যে সৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তাকে সুরম্য ও মনোহর অট্টালিকায় পরিণত করার কাজ সম্পাদিত হয়েছিল শাহ আবদুল আযিযের হস্তে। তাই তাঁর সহিত এদেশে যাঁরা হাদিসশাস্ত্রের খিদমত আনজাম দিয়েছেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই যোগসূত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের অন্যতম পুত্র শাহ আবদুল গণি সাহেবের ঔরষে জন্ম নিয়েছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশের আলেমকুলচূড়ামণি বীর মুজাহেদ শাহ ইসমাঈল শহীদ রহমতুল্লাহ আলায়হে। এ উপমহাদেশের বুক হতে সর্বপ্রকার লা-দীনি ও অনৈছলামিক প্রভাবের মূলোৎপাটন করতঃ এখানে খাঁটী ইসলামী হুকুমত ও নেযামে-ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ভারত ভূমিতে ইমামত ই-কুবরার প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি যে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন এবং সে-উদ্দেশ্য সাধনে তিনি যে শেষ পর্যন্ত বালাকোটের ময়দানে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন সেসব কথা চিরদিনই ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে।

ওলিউল্লাহ পরিবারের মধ্য হতে যাঁরা হাদিসশাস্ত্রের খিদমতে বিশিষ্টস্থান অধিকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শাহ মখ্‌সুসুল্লাহ, শাহ মুহাম্মদ ইসহাক, শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব, মুল্লা আবদুল কাইয়ুম, মুহাম্মদ উমর ও শাহ আবদুল হাই বাট্যানুভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবারে আমরা এমন একজন বিরাট হাদিস-বিশারদ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করব যিনি জীবনের দীর্ঘ ৬০ বৎসর হাদিসের অধ্যাপনায় কাটিয়ে ছিলেন এবং

হযরত সৈয়দ নযির হুসাইন মিয়া সাহেব মৃঃ ১৩২০ হিঃ

যাঁর হাজারেরও অধিক শিষ্য শাগরেদের মধ্যে প্রত্যেকেই হাদিসশাস্ত্রের এক একটী বিরাট মশাল স্বরূপ শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশে নয় বরং জাহানে-ইসলামের বিভিন্ন স্থানকে দীর্ঘ দিন ধরে আলোকিত করে রেখেছিলেন। ইনি হলেন এ উপমহাদেশের জামাতে আহ্‌লে হাদিসের প্রধান উৎস শায়খুল কুল সৈয়েদনা ওয়া সনদনা হযরত সৈয়দ নযির হুসাইন সাহেব রহমাতুল্লাহ আলায়হে। ইনি ১২২০ হিজরীতে বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের জিলার এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁর পূর্ব পুরুষগণ সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবাকের যুগে দিল্লী হতে মুঙ্গেরে এসে বসবাস স্থাপন করেন। হযরত সৈয়দ সাহেব উচ্চ শিক্ষার অভিলাষে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং দিল্লী ও বিহারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষাগারে শিক্ষা লাভ করতে করতে ১২৪৩ হিজরীতে দিল্লী পৌঁছেন। তখন দিল্লীর প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে ওলিউল্লাহি পরিবারের শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাজের মক্কী (শাহ আবদুল আযিযের নাতি) প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। হযরত সৈয়দ সাহেব স্বীয় জ্ঞান-পিপাসা নিবারণার্থে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। ওলিউল্লাহি পরিবারের শেষ মশাল শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের অন্তর্ধানের পর পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদিসশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম হিসেবে ইনি দিল্লীর মসনদে-তদরিসে দীর্ঘ ৬০ বৎসর যাবত একনায়কত্ব করে গেছেন। হাদিসের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তিনি এতই ব্যস্ত থাকতেন যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবসর তাঁর মোটেই ছিলনা। রক্ত-পিপাসু ইংরেজদের অত্যাচারে যখন দিল্লীর আব-হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, নর-বলি ও নর-হত্যার তাজা খুনে যখন রাজধানীর আকাশ রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, হিংসা-বৃত্তির তাণ্ডব-লীলা যখন দিল্লীর মাটীতে নৃত্য করতেছিল শহরের ছোট বড় প্রত্যেকটী নাগরিক যখন ভীত সন্ত্রস্তচিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় কাল গুণতে ছিল তখনও হযরত মিয়া সাহেব ফাটক হাবশ খানের মস্‌জিদে বসে অবিচলিত মনে হাদিসের দরছ দিচ্ছিলেন। আহা এ কি মনোরম দৃশ্য! একি অপূর্ব শোভা!! এক দিকে ধ্বংসকারী বোমা ও বুলেটের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুড়ুম গুড়ুম শব্দ আর এক দিকে "কালাল্লাহ" ও "কালার-রসূল" এর গুঞ্জন ধ্বনি। কেহ কি কোন দিন এমন অপরূপ শোভা দেখেছে? কেহ কি কোন দিন এমন প্রেমিকের কথা শুনেছে?

হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনায় দিবারাত্র মশগুল থাকার কারণে হযরত মিঞা সাহেব তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ খুব বেশী গ্রন্থ রেখে যেতে পারেন নি। তবে "ফত্ওয়া নযিরীয়া" ও "মে'য়ারুল হক" নামক যে দু'এক-খানা গ্রন্থ রেখে গেছেন তাতে তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের ঝলক দেখ্তে পাওয়া যায়।

স্বাধীন চিন্তার অগ্রদূত এ মানুষটীকে তদানীন্তন অন্ধ-বিশ্বাসীদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। "ওয়াহাবী" বলে তাঁকে বিদ্রূপ করা হত। ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বৃটিশের কারাগারে পঁচাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দীর্ঘ এক বৎসর পর তিনি কারাগার হতে মুক্তি পান। এ দেশের শাসনদণ্ডের দ্বারা তাঁকে শায়েস্তা করতে না পেরে ষড়যন্ত্রকারীগণ তদানীন্তন হেজাজের শাসনকর্তার শরণাপন্ন হন। সন ১৩০০ হিজরীতে যখন তিনি হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গমন করেন তখন ষড়যন্ত্রকারীগণ তাঁকে ওয়াহাবী ও মু'তাযেলী বলে তাঁর প্রতি বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা এ কথাও বাদশাহের গোচরীভূত করেন যে এ লোকটি শুকরের চর্বি হালাল ও খালা ও ফুকুর সহিত বিবাহ জায়েয বলে ফত্ওয়া দিয়ে থাকে। এক দিকে তিন দিবস ধরে হযরত মিয়াঁ সাহেব মিনার ঐতিহাসিক ময়দানে আল্লাহ ও রসূলের বাণী প্রচারে গলদঘর্ম হচ্ছিলেন আর অন্য দিকে তাঁর বিরুদ্ধে এসব ষড়যন্ত্র-জাল বিছান হচ্ছিল। এসব ষড়যন্ত্রের কথা জান্তে পেরে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ওয়াজ বন্ধ করার জন্য অনু-রোধ জানালে তিনি বলেছিলেন "ভাই সব, দীর্ঘদিন ধরে এ দুনিয়ার সুখ উপভোগ করেছি, আর বাঁচবার আকাঙ্খা মোটেই নেই। আজ যেস্থানে আমাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাবার ষড়যন্ত্র চল্ছে সেস্থানেই ইমাম নাসাইকে শহীদ করা হয়েছিল। আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে প্রস্তুত কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের বাণী প্রচার হতে ক্ষণিকের জন্য নিবৃত থাক্তে প্রস্তুত নই।"

দীর্ঘ ২৪ঘণ্টা নজরবন্দীর পর যখন মিঞা সাহেব ও তাঁর সহচর তালাত্তুফ হুসাইনকে নূরী পাশার সম্মুখে উপস্থিত করা হল তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মৌলানা সাহেব, আপনি কি শুকরের চর্বি হালাল ও খালা এবং ফুফুর সঙ্গে বিবাহ জায়েয বলে থাকেন? মিঞা সাহেব উত্তর দিলেন, জনাব, আমি ত' একজন ছোট-খাট আলেম, কোন সাধারণ মুসলমানের মুখেও কি এমন কথা শোভা পায়? এ সামান্য কথাতেই জনাব নূরী পাশা বুঝ্তে পারলেন যে এসব ষড়যন্ত্র-কারীদের মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তিনি হেজাজের গভর্ণরের নিকট মিঞা সাহেবের উচ্ছ্-সিত প্রশংসা করে একখানি পত্র প্রেরণ করলেন।

১৩১৫ হিঃ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে হযরত মিঞা সাহেবকে ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে "শামছুল উলামা" উপাধি দান করা হয়। কিন্তু তিনি বরাবরই বল্তেন আমাকে তোমরা মিঞা সাহেব বলেই ডাক্বে কারণ এটাই আমার দরিদ্র জীবনযাত্রার সহিত অধিক মানান-সই। সত্যি সত্যিই মিঞা সাহেব ছিলেন একজন আল্লাহর ফকির। দিল্লীর বড় বড় আমীর ওমারাহগণ যখন তাঁর পায়ের ধুলিকে চোখের সুরমা করে ধন্য হতেন, বড় বড় বিত্তশালীরা যখন নিজেদের ধনভাণ্ডার তাঁর পদতলে লুটিয়ে দেওয়াকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন, তখন ইচ্ছা করলে তিনি দিল্লীর যেকোন প্রাসাদকে তাঁর বিলাস-ভবনরূপে নির্বাচন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা' করেননি। তিনি আজীবন একটি ছোট ভাড়াটে বাসাতেই কাটিয়ে গেছেন।

ইসলাম গগণের এ জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রটি ১০ই রজব, ১৩২০ হিঃ; ১৩ই অক্টোবর, ১৯০২ খৃঃ পারলৌকিক জীবনের পথে যাত্রা করেন।

توفى هادى الناس مجتهد حبر

১৩ ৯ ২০

وقضى نحبه هادى البرية عابد

১৩ ৯ ২০

পাক-ভারত উপমহাদেশে যাঁরা অধ্যয়ন ও অধ্যা-পনার মাধ্যমে হাদিসশাস্ত্রের বহুলপ্রচার করে গেছেন

www.ahlehadeethbd.org

তাঁদের মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ) আর উস্তাযুল আসাতিযাহ হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ)

ব্যক্তি হযরত শাহ ওলিউল্লাহর শাগরেদ ছিলেন। ইনি স্বীয় যুগের বায়হাকী (বায়হাকী-ই-ওয়াক্ত) নামে আলেম সমাজে পরিচিত। তাঁকে এ উপাধি দ্বারা বিভূষিত করেছিলেন স্বয়ং শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী সাহেব। যিনি এ উপাধি দান করেছিলেন তাঁর পদমর্যাদা ছিল যেমন অসাধারণ যে উপাধিদান করেছিলেন তারও মর্যাদা ছিল ঠিক তেমনি উঁচু। ইমাম বায়হাকী সম্বন্ধে একথা বলা হয়ে থাকে যে

من الشافعي لا وللشافعي عليه منة الا
احمد البيهقي فان له على الشافعي منة

অর্থাৎ শাফেয়ী মতাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপরে ইমাম শাফেয়ীর অনুকম্পা রয়েছে। পক্ষান্তরে বায়হাকীর উপরে ইমাম সাহেবের কোন অনুকম্পা নেই বরং বায়হাকীরই অনুকম্পা রয়েছে ইমাম সাহেবের উপরে।

কাযী সাহেবের এ উপাধি দ্বারা জ্ঞান-জগতে তাঁর পদমর্যাদা সম্বন্ধে কতকটা আঁচ করা যায়। তাঁর তফসীর মযহরী এক নজর দেখলেও তাঁর অগাধ-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকেফহাল হওয়া যায়।

উস্তাযুল আসাতিযা হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যে সবগুণের আকর ছিলেন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার বিবরণের স্থান কোথায়?

হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ)

ইনি হযরত মিঞা সাহেবের শাগরেদ ছিলেন। মিঞা সাহেব প্রায়শঃ একথা বলতেন, "আমার শিক্ষাগারে মাত্র দু'জন আবদুল্লাহ এসেছিল, একজন আবদুল্লাহ গযনভী আর একজন আবদুল্লাহ গাযীপুরী।"

জনাব হাফেয সাহেব ১২৬০ হিজরীতে আযমগড় জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা ছিলেন একজন অতিশয় দরিদ্র মানুষ। তাই ছোটবেলায় তিনি একাধারে কোরান শরীফ হেফয করতেন আর দিন মজুরেরও কাজ করতেন।

ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی
ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

হাফেয সাহেব যখন ১২/১৩ বৎসরের তখন সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। গোটা ভারতবর্ষে তখন কিয়ামতের বিভীষিকা। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তখন পথের ভিখারী। হাফেয সাহেবের পরিবারও এ ঝাপটার হাত হ'তে পরিত্রাণ পায়নি। তাই তাঁরা আযমগড় পরিত্যাগ করে গাযীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ জন্যই এঁকে গাযীপুরী বলা হয়।

জনাব হাফেয সাহেব প্রথমতঃ হানাফী মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং বহুদিন যাবত হানাফী মযহাব অনুসারে শিক্ষাদান করেছিলেন। পরে তিনি মযহাবের বেড়াজাল হতে মুক্ত হয়ে নিখুঁত সুন্নত ও তওহীদের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হাদিসের অধ্যাপনার কাজ করে গেছেন। মৌলানা মুহাম্মদ সঈদ বেনারসী, মৌলনা আবদুন্নুর হাজীপুরী, মৌলানা আবদুসসালাম মুবারকপুরী ও তহফাতুল আহওয়াযী-প্রণেতা মৌলানা আবদুররহমান মুবারকপুরী ইত্যাদি হাদীসশাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন তাঁর শাগরেদদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি ১৩৩৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহিহ মুসলিমের উপক্রমণিকা ও তসহীলুল ফারায়েয নামক গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান

পাক-ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানুষ দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে হাদিসশাস্ত্রের খিদমত আনযামপ্রাপ্ত হয়েছে। কেউ এ মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মাধ্যমে, কেউ সম্পাদন করেছেন, অন্ধঅনুকরণের বেড়াজাল হতে মুক্ত হয়ে সরাসরি আল্লাহ ও রসুলের আদেশের সামনে মস্তক নত করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে,—আর কেউ করেছেন হাদিসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাদির বহুল প্রচারণার মারফতে। পাঠক এ কথা শুনে নিশ্চয় আশ্চর্য বোধ করবেন যে, যদিও এদেশের মাটী শাহ ওলিউল্লাহর মাধ্যমে সিহাহ-

www.ahlehadeethbd.org

সিত্তার গ্রন্থাবলীর সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল তথাপিও কালের করাল গতিতে ও মহানুভব ইংরেজ সরকার বাহাদুরের বিদ্যানুরাগের ফলে তা' বেশী দিন টিকে থাকতে পারিনি। ফলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, শাহ আবদুল আযীযের যুগে নিখিল ভারতবর্ষে বুখারী শরিফের মাত্র দু'খানা কপি ছিল। মাত্র দু'খানা কপি দিয়ে বহুসংখ্যক ছাত্রের পড়াশুনা করা সম্ভব নয় বলে অধ্যাপনার সময় বইখানার পাতাগুলো খুলে ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত!

পাক-ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর দীর্ঘ দিনের এ অভাব দূরীকরণার্থে যিনি রাজ্যের ধনভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন এবং ইস্‌লাম জগতের অমূল্য ও দুর্লভ গ্রন্থাবলীর সহিত জগতকে পরিচিত করার জন্য যিনি জীবন মরণ পণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন নবাব ওয়ালাজাহ আমীরুল মুলক্‌ সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খাঁ আমীরেভূপাল। ইনি ১৯শে জমাদাল্-উলা ১২৪৮ হিজরীতে কনৌজে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতামহ সৈয়দ নবাব আওলাদআলী আনওয়ার জঙ্গ বাহাদুর হায়দরাবাদ নগরের অধীনস্থ ধনপুরা দুর্গের একজন বড় জায়গীরদার ছিলেন। তিনি শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী হলেও তাঁর পুত্র নবাব আওলাদ হাসান (নবাব সিদ্দীক হাসানের পিতা) হযরত শাহ আবদুল আযীযের ছাত্র এবং সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভীর শিষ্য ছিলেন। নবাব আওলাদ হাসান স্বীয় পৈতৃক ধর্মবিশ্বাসকে জলাঞ্জলী দিয়ে হানাফী মতবাদে দীক্ষালাভ করেন। ফলে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হতেও মহরূম হন। বাঁস বেরেলী নিবাসী মুফ্‌তী এওয়াজ আলী সাহেবের দুহিতার সহিত তাঁর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তাঁরই গর্ভে তিন কন্যা ফাতেমা, মরয়ম ও মুহাম্মদী এবং দুই পুত্র আহ্‌মদ হাসান আরশী ও নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। নবাব সাহেবের বয়স যখন মাত্র ৫ বৎসর তখন তাঁর পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। একটী মাত্র পুস্তকাগার ছাড়া তিনি বিষয়সম্পত্তি বলতে আর কিছুই ছেড়ে যাননি। পুস্তকাগারটীই নবাব সাহেবের মধ্যে বিদ্যানুরাগের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

অভাবগ্রস্থ তত্ত্বাবধায়কহীন একটি এতীম বালকের লেখাপড়া করা যে কি কষ্টকর তা' ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানেনা। তবুও এ এতীম বালকটির বিদ্যানুরাগ তাকে আজ ফররুখ আবাদে, কাল কানপুরে আর পরশু দিল্লীতে ব্যাট্‌মিনটনের শাট্‌ল্‌ কর্কের ন্যায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। দিল্লীর মৌলানা মুফ্‌তী সদ্‌রুদ্দীন সাহেবের নিকট তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভ করে সনদ হাসেল করলেন।

একুশ বৎসর বয়োঃক্রমকালে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি যখন কর্মজীবন আরম্ভ করার জন্য বাড়ী ফিরে গেলেন তখন তাঁর পারিবারিক অবস্থা যে কিরূপ ভয়কর ছিল তার একটি চিত্র তিনি নিজেই অঙ্কন করে গেছেন। তিনি তাঁর আবরু সিদ্দিক নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :—

نــه یارے کـه اِدریــں
ســراسیمگی جـوالمردي
نـمایــد نــه غمگسارے
کــه دریــں افــتاد گی
دستگیری فرمایــد درباب
هـر کرا بـمجـرد چشم
کشودن ودیــده واکردن
بــے پدری ربـوبیت کند
ودر خانــه ازنام درهــم
ودینار پشیــزے مـیسر
نــه بود واحدے از اقارب
همدرد دل نـباشد وراے
بسوئــے کسب قــوت
لایموت نکشایـد' وهنرے
که آلــهٔ رزق زنــدگانی
تـوانــد بـود حاصل نــه
بـود' وبار جملــه خــرد
وبـزرگ خانــه ومانـدو
بـود خویش وبیگانــه
بــرسرش افتد حالــت
دل آن بـیچاره پـراگنده
خاطـر چــه خواهد بود.....

যেব্যক্তির কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সাহায্যকল্পে সাহস প্রদর্শনকারী কোন বন্ধু নেই, যার বিপন্নাবস্থায় সহানুভূতিশীল কেহ নেই, যে-চক্ষু উন্মীলিত করার পরক্ষণ হতে পিতৃহীন অবস্থায় লালিত-পালিত, যার গৃহে টাকা পয়সা বলতে কপর্দকও নেই, আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও যার কোন সহানুভূতি-সম্পন্ন লোক নেই, যার জীবনধারণের মত উপার্জনের ব্যবস্থা নেই, যে-ব্যক্তি এমন কোন কৌশলও অবগত নয় যদ্বারা জীবিকা নির্বাহের কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় অপরপক্ষে পরিবারবর্গের আপন পর ছোট-বড় সকলের আহার ও বাসস্থানের সংস্থানের দায়িত্ব যার দুর্বল স্কন্ধে আপতিত—সে নিঃসহায় ব্যক্তির দুশ্চিন্তা চরম লক্ষণীয় ব্যাপার।

www.ahlehadeethbd.org

অতঃপর পারিবারিক দুর্দশাগ্রস্ত এ মানুষটি আল্লাহর বিশাল রাজ্যে তাঁর নিজের স্থান খুঁজে নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তখনকার দিনে শিক্ষিতদের অভ্যর্থনা করার ব্যাপারে ভূপালের নবাবের যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাই নবাব সাহেব ভূপালে গেলেন। সেখানে মৌলানা আব্বাস আলী চিড়িয়া কুটীর সোপারেশে ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনে একটি চাকুরী পান। কিন্তু মাত্র এক বৎসর চাকুরীর পর উক্ত মৌলানা চিড়িয়া কুটীর সহিত হুক্কা পানের মসআলা নিয়ে মতবৈধতা হওয়ার ফলে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে বলগ্রাম, টঁওক ইত্যাদি স্থানে নানা অসুবিধায় কালাতিপাত করার পর ১২৭৬ হিজরীতে ভূপালের নবাব কর্তৃক তিনি ভূপাল রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়নের কাজে নিযুক্ত হন।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—এটাই হল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। এখন হতে নবাব সাহেবের ভাগ্যাকাশে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। যে সিদ্দিক হাসান খাঁ একদিন ভূপাল রাজ্যের বেগমের অধীনে মাত্র ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী করেছিলেন, সেই সিদ্দিক হাসান খাঁর সহিত তদানীন্তন মসনদ-নশীন নবাব বেগম শাহজাহান পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হলেন। হঠাৎ অগাধ সম্পত্তি ও অগণিত টাকা পয়সার মালিক হয়ে বসলে অনেক সময় মানুষ স্থিতিসাম্য বজায় রেখে চলতে পারে না। কিন্তু নবাব সাহেবের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে নবাব সাহেব দীন ইসলামের যে খেদমত আনযাম দিয়েছিলেন তা' আজ পর্যন্ত দুনয়ার কোন আমীর বা ধনকুবের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

নবাব সাহেব লক্ষলক্ষ টাকার বিনিময়ে দুনয়ার বিভিন্ন লাইব্রেরীতে রক্ষিত অমূল্য ও দুর্লভ গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতঃ মিসর, বৈরুত ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছাপাখানা হতে সেগুলি প্রকাশিত করেন এবং বিনামূল্যে সমাজসেবার উদ্দেশ্যে বিতরণ করেন। আজ সম্ভবতঃ আরব ও অনারবে এমন কোন লাইব্রেরী নেই যেখানে নবাব সাহেবের লিখিত বা ছাপানো বই নেই। তিনি যেসব বড় বড় গ্রন্থ ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন তার মধ্যে নিম্নগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

(১) ফতহুল বারী (১১খণ্ড), (২) তফসির ইবনে কসির, (৩) নয়লুল আওতার (২৫ হাজার টাকা) (৪) ফতহুল বায়ান ফি মাকাসিদিল কোরআন ইত্যাদি।

এসব পুস্তকাদি জাহানে ইসলামে বিতরণের জন্য নবাব সাহেব প্রত্যেক রাষ্ট্রে এক একজন লোক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। কোন বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি এজেন্টদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হত আর তাঁরা বিতরণ করতেন।

নবাব সাহেব ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। তফসির, হাদীস, আকায়েদ, ফিকহ, রদ্দ-ই-তকলীদ, রাজনীতি, ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য, চরিত্র, রদ্দ-ই-শিয়া, তাসাউউফ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ২২২ খানা গ্রন্থ লিখে গেছেন। একমাত্র হাদীসশাস্ত্রে তিনি ৩৩খানা গ্রন্থ লিখেছেন তন্মধ্যে আওনুল বারী (২ খণ্ড), আস্‌সিরাজুল ওয়াহহাজ (২ খণ্ড) ফতহুল আল্লাম, মিসকুল খেতাম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীস শিক্ষাকে সার্বজনীন করে গড়ে তোলার জন্য নবাব সাহেব এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, যে-ব্যক্তি বুখারী শরীফ মুখস্থ করবে তাকে ১০০০ টাকা আর যে বুলুগুল মরাম মুখস্থ করবে তাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দিল্লীর মৌলবী আবদুল ওয়াহহাব নাবিনা (অন্ধ) এবং আলীগড়ের হাফেযুল হাদীস মৌলবী আবদুত্তাওয়াব গজনবী সহিহ বুখারী মুখস্থ করতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির খবর নবাব সাহেবকে জানানো হলে তিনি তাঁর জন্য মাসিক ৩০ টাকা ভাতা নির্ধারিত করেন।

নবাব সাহেবের পদমর্যাদা, সংস্কারমূলক আন্দোলন, খিদমতে হাদীস অঘটন-ঘটন পটিয়সীদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। তারা তদানীন্তন গভর্ণমেন্টের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার ও ওয়াহাবী ইজমের প্রচারণার অভিযোগ করে নালিশ করলেন। এ অভিযোগের ফলে তাঁর প্রাণনাশেরই কথা ছিল। কিন্তু বাঁচায় খোদা মারে কে? কোন হালে প্রাণটা বেঁচে গেল বটে কিন্তু নবাবীর গদী হতে তাঁকে অপসারিত করা হল। দীর্ঘ ৩২ বৎসর পর্যন্ত তমসাচ্ছন্ন ভারতভূমিকে হাদীসশাস্ত্রের নূরে আলোকিত করার পর নবাব সাহেব ২৯শে জমাদিল উখরা ১৩০৭ হিঃ। ১৭ই ফেঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

পাক ভারত উপমহাদেশে যাঁরা হাদীসশাস্ত্রের খিদমত করে গেছেন আর যাঁরা আজও করছেন তাঁদের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে গেলেও কয়েক হাজার পৃষ্ঠার একখানি গ্রন্থ লিখতে হয়। আমরা এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম মাত্র।

گلچیں از تنگی داماں گلہ دارد

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুলকাদের

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪। বিশৃঙ্খল মিসর

তুলুন বংশের পতনের পর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মিসরের শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভবপর হইলনা। উহা এখন সরাসরি খলীফার অধীনে আসিলেও ক্ষমতা জাহির করার মত শক্তি তাঁহার ছিলনা। বাগদাদ হইতে যেসকল তুর্ক সৈন্য মিসরে আসিত, শাসনকর্ত্তার পদ নির্ভর করিত অনেকটা তাহাদের মরজিমুবারকের উপর। তাহাদিগকে খুশী রাখার একমাত্র উপায় ছিল নিয়মিত বেতন দান। কাজেই সেনাপতির পরে খাজাঞ্চীর পদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। এই ত্রিশ বৎসর কাল উহা মাদারাই পরিবারে এক চেটিয়া ছিল।

প্রথম ২০ বৎসরে (৭০৫—২৪) নয়বারে ৭ জন শাসনকর্তা পরিবর্ত্তিত হন। তন্মধ্যে মাহমুদ বিন্ হাসান মাত্র ৩দিন, পক্ষান্তরে ভাগ্যবান তেক্ষিন পরিবার ১৫ বৎসরকাল ধরিয়া শাসনকার্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের আমলে সর্বজনমান্য ইবনুল হারভাবী ছিলেন প্রধান কাযী। শাসনকর্তারা শাহী শানশওকতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারে যাইতেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিতেননা। তাঁহার পরে আর কেহই এত সম্মানের অধিকারী হননাই।

৯০৫ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ আল্-নুশরী শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ আল্-হালাঞ্জী নামক এক অজ্ঞাত তেজস্বী যুবক তাঁহার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। তুলুন-বংশের প্রতি সহানুভূতিশীল মুষ্টিমেয় মিসরী একত্র করিয়া রমলা দখলে আনিয়া খলীফা খুমারভীর বন্দী পুত্র ইব্রাহীম ও নিজের নামে খুৎবা পড়াইলেন। লোকে এই নিঃসম্বল, দুঃসাহসী যুবককে পরম প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। নুশারীর সৈন্যেরা ক্রমে মিসরে হটিয়া গেল। সেপ্টেম্বরে হালাঞ্জী ফুস্তাতে প্রবেশ করিয়া পুনরায় সেই তিন নামে খুৎবা পড়াইলেন। ইবনে-তুলুনের গৌরবময় আমলের কথা সকলেরই স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল। তাহারা এখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জাফরান দ্বারা গাত্র রঞ্জিত করিল; এই মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য এমনকি ঘোড়ার গায়ে মাখাইতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইলনা। হালাঞ্জী প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিনা বাধায় শাসনকর্তার গৃহে আস্তানা গাড়িলেন। তাঁহার অনুচর সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নুশারী রাজকোষের সমস্ত অর্থ, হিসাবের খাতাপত্র ও অধিকাংশ কেরানীকে সঙ্গে লইয়া যান। ফলে হালাঞ্জী কিছুতেই প্রকৃত রাজস্ব নিরূপণ করিতে পারিলেননা। কিন্তু ইহা লইয়া তিনি বিশেষ মাথা ঘামাইতে চাহিলেননা। তাঁহার তহসিলদারেরা যথারীতি দাখিলা দিয়া যথাসাধ্য খাজনা আদায়ের আদেশ পাইল। কাহারও নিকট হইতে জেয়াদা আদায় হইলে খাতাপত্র পুনরুদ্ধারের পর তাকে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইল। কাজেই লোকে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলনা।

এই বিচিত্র লোকটী অতঃপর জল ও স্থল পথে সৈন্য পাঠাইয়া আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করিলেন। সেখানে শাসনকর্তার অর্থ ব্যতীত কয়েকজন কেরানীও তাঁহার হাতে পড়িল। এদিকে খলীফা তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য মেসোপতেমিয়া হইতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ হালাঞ্জী তাহাদিগকে বিপুল ব্যতিব্যস্ত করিয়া আল্-আরিশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। নুশারীর সৈন্য দলের একাংশও তাঁহার হস্তে পরাজিত হইল! ইহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া খলীফা জল ও স্থল পথে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা শাসনকর্তার সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া হালাঞ্জীকে আক্রমণ করিল। কয়েকটী ঘোর যুদ্ধের পর তিনি ফুস্তাতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হই-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লেন। সেখানে তাঁহার বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। তিনি বন্দীকৃত হইয়া বাগ্দাদে প্রেরিত হইলেন। খলীফা তাঁহাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসাইয়া নগর পরিক্রমণ করাইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে বিলম্বিত করিলেন (মে, ৯৯৬)। এইরূপে নিতান্ত অনুদারতার সহিত এক-জন অসাধারণ প্রতিভাশালী বীরপুরুষের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হইল। একজন নিছক ভাগ্যান্বেষী, যে মিসরের রাজধানী দখলে আনিয়া আট মাস পর্যন্ত খলীফা বাহিনীকে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে, দেশবাসীর উপর শাসনকর্তার প্রভাব কত অল্প ছিল, ইহা তাহার জলন্ত প্রমাণ।

আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা বিদূরিত হইতে না হইতেই আসিল বৈদেশিক আক্রমণের পালা। ইতিমধ্যে উত্তর আফ্রিকা ফাতিমিয়া খলীফাদের হস্তগত হয়। তাঁহারা নিজেদের নবী কন্যা বিবি ফাতিমার (রাঃ) বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন। ৯০৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিউনিসের মহাবল আগ-লাভী বংশের শেষ সুলতান তাঁহাদের ভয়ে মিসরে পলাইয়া আসিলেন। পর বৎসর তেকিন মিসরের শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন। ৯১৩—৪০ খৃষ্টাব্দে ফাতিমিয়া সেনাপতি খুবাশা বার্কায় প্রবেশ করিয়া অনির্বাচনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান করিলেন। পর বৎসরের মে মাসে প্রথম ফাতিমিয়া খলীফা মাহদীর পুত্র অল্ কায়েম তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা আতঙ্কে জাহাজে উঠিল, নগর বিনা বাধায় তাঁহাদের হাতে আসিল। ফুস্তাত এড়াইয়া তাঁহারা ফায়ুম পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে বাগদাদ হইতে সৈন্য সাহায্য আসিল। ইহাদের সহায়তায় মিসর বাহিনী দুর্দান্ত আক্রমণকারীদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিল। ৯১৫ খৃষ্টাব্দে নও-মুসলিম গ্রীক ডুকাস শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

পাঁচ বৎসর পরে বার্বারেরা মিসরে ফিরিয়া আসিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বাসিন্দাদের আবার পানিতে আশ্রয় লইতে হইল। নগর লুণ্ঠিত ও ফায়ুম বিধ্বস্ত হইল; বার্বারেরা অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে উশমুনায়ন পর্যন্ত সমগ্র জনপদ উৎসন্ন করিয়া দিল। ৮৫ খানা ফাতিমিয়া বনপোত আলেকজান্দ্রিয়ার পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর ফেলিল। এগুলির মুকাবিলার জন্য খলীফার সেনাপতিরা টার্সাসে মাত্র ২০ খানা জাহাজ কুড়াইয়া আনিতে পারিলেন! কিন্তু সুপরিচালনার গুণে এই ক্ষুদ্র নৌ-বহর সেটে তৈল নিক্ষেপ করিয়া অধিকাংশ শত্রু জাহাজ ভস্মীভূত করিতে সক্ষম হইল; নাবিক ও সৈন্যরা নিহত বা বন্দী হইয়া ফুস্তাতে নীত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থলে মিসরীরা এত সুবিধা করিতে পারিলনা। ডুকাস কিছুতেই তাঁহার সৈন্যদিগকে ময়দানে নামাইতে পারিলেননা। বখ্শিষ বা ঘুষ পাইয়া শেষে তাহারা নড়িল বটে, কিন্তু আক-স্মিক আক্রমণের ভয়ে গিজায় পরিখা খনন করিয়া শিবির মধ্যে বসিয়া রহিল! খলীফা বাহিনীর তখন এমনি অধঃপতন ঘটিয়াছিল!

এসময় ডুকাসের মৃত্যু হওয়ায় তেকিন আবার শাসনকর্তৃত্ব পাইলেন। তিনি সৈন্যদের প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া আতঙ্কিত অধিবাসীদের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। তদুপরি নিজেদের অমিতাচারের দরুণ ফায়ুমে ভীষণ কষ্ট পাইতেছিল। ইতিমধ্যে গির্জার শিবির ডবল প্রাচীর তুলিয়া সুরক্ষিত করা হয়। বার্বার বাহিনী উহা আক্রমণ করিতে আসিয়া বিতাড়িত হইল, কিন্তু দক্ষিণ মিসর তাহাদের দখলে রহিয়া গেল। এদিকে কাষী ও মাদারাই পরিবারসহ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ফাতিমিয়া খলীফার সহিত ষড়-যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। কাজেই বাগ্দাদ হইতে ৩০০০ নূতন সৈন্য পাওয়া সত্ত্বেও তেকিন শত্রুদিগকে স্থান-চ্যুত করিতে পারিলেননা। অবশেষে মেসোপতেমিয়া হইতে আর একটি সাহায্যকারী বাহিনী আসিলে ৯২০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ফায়ুম ও আলেকজান্দ্রিয়ায় কয়েকটী যুদ্ধের পর বার্বারেরা স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু দেশ প্রায় অরাজক হইয়া উঠিল। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল খলীফা বাহিনীর সেনাপতি খোজা মুনি-সের হাতে। কয়েক বৎসর যাবত তিনি যদৃচ্ছা শাসনকর্তা নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিয়া আসিতেছিলেন। ৯২১ খৃষ্টাব্দে বাগ্দাদে তাঁহার ডাক পড়িল। কিন্তু সৈন্যেরা পৃষ্ঠের ন্যায়ই শাসনকর্তার উপর হুকুম চালা-ইতে লাগিল। দল ভঙ্গ সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে লুঠতরাজ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

-ও খুনখারাবি আরম্ভ করিয়া দিল। তেকিন চতুর্থ বার (৯২৪ খৃঃ) শাসনভার পাইয়া কিছু শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে তাঁহাকেও প্রাসাদে সৈন্যদের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইল।

৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তেকিনের মৃত্যু হইলে সৈন্যেরা বাকী বেতনের দায়ে তৎপুত্র মুহাম্মদকে হাঁকাইয়া দিল। মাদারাই লুকাইয়া ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্তাদের মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এক ভীষণ ভূমিকম্পে বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইল; একটী ধূমকেতুর পতনে লোকের আতঙ্ক বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। এমন সময় সৌভাগ্যবশতঃ আর একজন তুর্ক আসিয়া তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন।

৭। ইখ্‌শিদ বংশ

মিসরের অবস্থা যখন সম্পূর্ণ নৈরাশ্যব্যঞ্জক। তখন সেখানে দরকার ছিল একজন দৃঢ় হস্ত শাসনকর্তার। যিনি এই অভাব পূরণ করিলেন, তাঁহার নাম মুহাম্মদ বিন তুগ অল ইখশিদ। ফরগনা রাজ্যের এক রাজ বংশে তাঁহার জন্ম। খলীফা মুতাসিম ইরাকে যেসকল তুর্ক কর্মচারী আমদানী করেন, ইখশিদের পিতামহ গাফ তাঁহাদের অন্যতম। তৎপুত্র আমীর তুগ কৃতিত্বের সহিত খুমারতী সৈন্যদলে কাজ করিয়া টার্সাসের কিলাদার নিযুক্ত। রোমানদের সহিত তাহার অনেক যুদ্ধ হয়। অবশেষে তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু সফলতার গর্বে তাঁহার অতীতের সেবা মাটি হইয়া যায়, কারাগারেই তাঁহার জীবন খতম হয়।

তুগের পুত্র মুহাম্মদও পিতার সহিত কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভ করিয়া নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পর তিনি তেকিনের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। বিদ্রোহী হওফের শাসন ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। সিরিয়ার বিভিন্ন পদে কাজ করিয়া তিনি খলীফার প্রীতীভাজন হন। ফলে ৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে দিমিশ্‌কের শাসনকর্তার পদ প্রদত্ত হয়। তিন বৎসর পরে খলীফা অল্ কাহির তাঁহাকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার যাত্রার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার নামে ফুস্তাতে খুৎবা পঠিত হইলেও সাময়িকভাবে আর এক ব্যক্তি (আহমদ বিন্ কায়গালস) মিসরের শাসনভার গ্রহণ করেন। অবশেষে ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে খলীফা অর-রাজী তাঁহাকে পুনরায় মনোনয়ন দান করিলে তিনি নূতন কার্য্যভার বুঝিয়া লইতে আসিলেন। কিন্তু মুদারাইরের প্ররোচনায় অস্থায়ী শাসনকর্তা তাঁহার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। শেষ গিজা পর্যন্ত ফারামার তাঁহাদের সম্পূর্ণ হার হইল। এদিকে সিরিয়ার নৌ-বহর তিউনিস হইতে নীলনদী বাহিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইল। এমন সময় ইখ্‌শিদ আসিয়া রাজধানী অধিকার করিলেন।

তাঁহার ১১ বৎসরের দৃঢ় শাসনে কোন বিদ্রোহ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সঙ্ঘটিত হয় নাই। পূর্বের অরাজকতা যে শাসনকর্তা ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর অযোগ্যতা ও হিংসা বিদ্বেষের ফল, ইহাই তাহার প্রমাণ। ইখ্‌শিদের সৈন্যেরা শীঘ্রই প্রভুর স্বভাব বুঝিতে পারিল; মিসরীদের মনে কোন অসন্তোষ থাকিলে সিরীয় বাহিনী তাহা দাবাইয়া রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাঁহার অসীম শক্তি সকলের ভয় ও সম্মানের উদ্রেক করিত; কেহই তাঁহার ধনুকে গুণ যোজনা করিতে পারিতনা। চারি লক্ষ লোক লইয়া তাঁহার বিরাট বাহিনী গঠিত হয়; তন্মধ্যে ৮০০০ ছিল দেহরক্ষী। ইহাদের প্রবল পরাক্রমে তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ফাতিমিয়ারা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বিতাড়িত হয়। অতঃপর তাহারা আর মিসর অভিযানের জন্য গুরুতর চেষ্টা করিতে সাহসী হয় নাই।

খলীফা সাম্রাজ্যের ভাগ—বাঁটোয়ারা লইয়া এসময় আমীরদের মধ্যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল; তৎকালে ইখ্‌শিদের গুরুত্ব অনেক বর্দ্ধিত হয়। আমীরুল মু'মিনীনের ঐহিক ক্ষমতা তখন শূন্যের কোঠায়। তাহা যায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে। বুয়াইহিয়ারা পারস্য, সামানিয়ারা মধ্য-এশিয়া ও হামদানীরা মেসোপতেমিয়া দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ইখ্‌শিদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল এই সকল দুর্দ্দান্ত প্রতিযোগীর হাত হইতে সিরিয়া রক্ষা করা মেসোপতেমিয়ার ইবনে-রায়াক না-হক হিম্‌স্ (এমেসা) ও দিমিশক অধিকার করায় অচিরে তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধিল। কিন্তু মিসর বাহিনী অল আরিশে পরাজিত হইল; অল্-লুগ্‌গুণে প্রচুর লোকক্ষয় হইলেও কোন পক্ষই চূড়ান্ত

www.ahlehadeethbd.org

বিজয়ের অধিকারী হইল না। ইখ্‌শিদ ছিলেন আদতে শান্তিকামী। যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে না যাইয়া রাজ্যাংশ, এমনকি করদান করাও তাহার নিকট শ্রেয়স্কর মনে হইল। কাজেই তিনি বার্ষিক ১,৪০,০০০ দিনার করদান করিয়াও রমলার উত্তরস্থ সমগ্র সিরিয়া ছাড়িয়া দিয়া ইবনে-রায়েকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

অবশ্য ইবনে-রায়েকের শুরত্বও এজন্য কতকটা দায়ী। ইখ্‌শিদের এক ভ্রাতাও যুগ্‌গুনের যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ দর্শনে ইবনে-রায়ক এত শোকাকুল হইয়া পড়েন যে, প্রতিশোধ গ্রহণার্থ স্বীয় পুত্রকে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ইখ্‌শিদও শৌর্যে হটিবার পাত্র নহেন। তিনি ঈপ্সিত বন্দির পাত্রকে শাহী পোষাকে ভূষিত করিয়া সর্বপ্রকার সৌজন্যের সহিত তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। অচিরে এই ভাগ্যবান যুবকের সহিত তদীয় মহান অতিথি-সৎকারকের কন্যার শুভ বিবাহের ফলে তাঁহাদের মিত্রতা আরও দৃঢ়তর হইল। সেকালের অজস্র বর্বরতার মধ্যে এই মধুর মিলন হৃদয়মন আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেয়।

দুই বৎসর পরে ইবনে রায়েকের মৃত্যু হইলে ইখ্‌শিদ বিনা যুদ্ধে দিমিশ্‌কে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কূটনীতি সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইল। সিরিয়ার সঙ্গে খলীফা আল্‌-মুত্তাকী পবিত্র মক্কা-মদীনাও তাঁহার শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন (৯৪৩ খৃঃ)। সৈন্য ও সেনাপতিরা প্রভু পুত্রকে পিতার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ফলে সিংহাসনে মওরূসী নীতি কায়িম হইল।

এদিকে বাগ্দাদের প্রধান্য লইয়া আমীর তুজুন ও আল্‌বারিদীর মধ্যে বিবাদ বাধিল। হতভাগ্য খলীফা রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়া ইখ্‌শিদের নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন। জনৈক হামদানী আলেপ্পো অধিকার করিয়াছিল। ইখ্‌শিদ উহা পুনরাধিকারের জন্য উত্তরাঞ্চলে আগমন করেন। তিনি খলীফাকে মিসরে আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বেচারা অত্যন্ত আমীরের ভয়ে এমনকি সৈন্য সাহায্য গ্রহণেও সাহসী হইলেননা, তবে ইখ্‌শিদের অর্থ গ্রহণে তাঁহার কোনই কুণ্ঠা দৃষ্ট হইলনা; সভাসদেরাও অনেক টাকা পাইলেন। বিনিময়ে তিনি ৩০ বৎসরের জন্য সপুত্রক স্বপদে বহাল হইলেন। একমাস পরে খলীফা তুজুনের প্রতিজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় লইলেন; কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন (৯৪৪ খৃঃ)।

সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে উৎপাত লাগিয়াই থাকিত। বৎসরান্তের পূর্বেই হামদানী সায়ফুদ্দৌলা আলেপ্পো পুনরাধিকার করিলেন। খোজা কাফুর ও ইয়ানিল মিসর বাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ছুটিলেন। কিন্তু অর্রুস্তানের যুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেন। বহু সৈন্য নিহত বা ওরোন্তোস নদীতে নিমগ্ন হইল; চারি হাজার শত্রু হস্তে ধরা পড়িল (৯৪৫ খৃঃ)। সায়ফুদ্দৌলা দিমিশ্‌ক অধিকারে ধাবিত হইলেন। ইখ্‌শিদকে বাধ্য হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইল। কিন্নাস্রিণে তিনি শত্রুপক্ষের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার সুস্থ অস্ত্রধারী সৈন্যেরা সম্মুখে ও ১০০০০ নির্বাচিত সৈন্য পশ্চাতে স্থান লইল। কিন্তু হামদানীদের আক্রমণে সম্মুখভাগের ব্যূহ দ্রুত ভগ্ন হইয়া গেল। যুদ্ধ জয় হইয়াছে মনে করিয়া তাহারা ইখ্‌শিদের মালপত্র [illegible]নে প্রবৃত্ত হইল। এই সুযোগে তিনি তাঁহার সংরক্ষিত [illegible] লইয়া তাহাদের ঘাড়ে পড়িলেন [illegible] ৩০০কে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আলেপ্পো দখলে আসিয়া বিজয়ী ভূপতি দিমিশ্‌কে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়স তখন ৬৪ বৎসর। বৃদ্ধকালে উত্তর সিরিয়ার আধিপত্য লইয়া নিয়ত বিব্রত থাকা তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইলনা। কাজেই তিনি দিমিশ্‌ক ছাড়িয়া দিয়া ও আলেপ্পোর জন্য করদান করিতে স্বীকার করিয়া পরাজিত শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইহা বিসদৃশ মনে হইলেও তাঁহার সন্দেহ অমূলক ছিলনা। এক বৎসর পরে তিনি দিমিশ্‌কে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন (জুলাই, ৯৪৬)। তাঁহার মৃতদেহ জেরুজালেমে সমাহিত হইল; তদীয় উত্তরাধিকারীদের কবরও সেখানেই বিদ্যমান।

ইবনে-তুলুনের ন্যায় ইখ্‌শিদও অট্টালিকা নির্মাণ করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কাফুরের বাগ প্রভৃতি

www.ahlehadeethbd.org

কয়েকটী উদ্যানের পত্তন করেন। প্রথমটী মুকুন্নাহ্-হাসিনের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। তাঁহার উদ্যান বা অট্টালিকার এখন চিহ্ন মাত্র নাই। ঐতিহাসিক মস্-উদী এই সময় মিসর পরিদর্শন করেন। কিন্তু তিনি পিরামিড ও অন্যান্য পুরাকীর্ত্তি লইয়া ব্যস্ত থাকায় প্রাসাদ, দরবার বা নাগরিকদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাননাই।

বিশৃঙ্খল মিসরে শান্তি-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ইখ্-শিদের প্রধান কৃতিত্ব। তিনিই সেখানে মওরসী রাজত্ব কায়েম করিয়া যান; খলীফাও তাহা স্বীকার করিয়া লন। অবশ্য প্রত্যেক খলীফা দ্বারা সনদ মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইত; কিন্তু ব্যয়সাধ্য হইলেও উহা ছিল নিতান্ত মামুলী ব্যাপার।

স্বাধীন রাজার আসনে উন্নীত হওয়ার জন্য সেকালে একমাত্র দরকার ছিল যোগ্যতার। কিন্তু ইখ্শিদের পুত্র আবুল কাসিম উনগুর (৯৪৬—৬১ খৃষ্টাব্দে) বা আবুল-হাসান আলী (৯৬১—৫) তাঁহাদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাননাই। পিতার মৃত্যুকালে উনগুর ছিলেন ১৪ বৎসরের বালক মাত্র। কনিষ্ঠ আলী শাসনকর্তৃত্ব লাভের সময় ২৩ বৎসর বয়স্ক হইলেও তাঁহাদের অভিভ' [illegible] জ্যাষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহা-কে [illegible] রাখেন। খলীফা তাঁহাদের সনদ মঞ্জুর করেন; কিন্তু কাফূর তাঁহাদিগকে চারি-লক্ষ দীনার ভাড়া দিয়া রাজকার্য্যে মাথা না গলাইবার আদেশ দেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর খলীফার অনু-মোদন ক্রমে তিনি নিজেই মিসর ও তদ্ধীন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

আবুল মিশ্ক কাফূর ছিলেন প্রথমে জনৈক তেলীর ক্রীতদাস। ইখ্শিদ তাঁহাকে দেড়শ' টাকারও কম মূল্যে ক্রয় করেন। তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহাকে শাহজাদাদের উস্তাদ নিযুক্ত করেন। হতভাগাদের এই শিষ্যত্ব মৃত্যুর পূর্বে শেষ হয়নাই। চিরজয়ী সেনাপতি না হইলেও কাফূর ছিলেন চমৎকার কর্মচারী। উস্তাদ হিসাবে তিনিও স্বাধীন রাজ-প্রতিনিধিরূপে ৩ বৎসর রাজত্ব করেন। বাহিরের কোন উপদ্রবে তাঁহার শান্তি ভঙ্গ হয়নাই বলিলেই চলে। চির-দুশমন হামদানীরা আবার তাঁহার রাজ্যে হানা দিলে ইখ্শিদের উদ্যোগী ভ্রাতা হাসান তাঁহাদের মাথা ঠাণ্ডা করিয়া দেন। লাগ্গুনের নিকটে ও মার্জ-আদ্রার তীরে পরাজিত হইয়া সায়ফুদ্দৌলা ৯৪৫ খৃষ্টা-ব্দের শর্তে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন; এখন হইতে মিসর করদান হইতেও রেহাই পায় (৯৪৭ খৃঃ)। কাফূরের রাজত্বের শেষে কেবল দিমিশ্ক নহে, পরন্তু আলেপ্পো ও টার্সাস পর্যন্ত সমগ্র সিরিয়া মিস-রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৯৫৩—৫ খৃষ্টাব্দে কার্মাতিয়ারা হজের সময় মক্কায় ভীষণ উৎপাত করে; ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের হস্তে সিরিয়া লুণ্ঠিত হয়; লিউবিয়ানেরা সায়দে লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ড চালায়। তিন বৎসর পরে (৯৬৬ খৃঃ) কার্মাতিয়ানেরা ২০,০০০ উষ্ট্রসহ এক বিরাট মিসরী কাফেলা ধরিয়া লইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আর কোন বৈদেশিক উপদ্রব দেখা দেয় নাই বলি-লেই হয়।

৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ফুস্তাতে ১৭০০ গৃহ বিনষ্ট হয়। কয়েকটী ভীষণ ভূমিকম্পে এবং নীল নদীর পানি বৃদ্ধির অভাবেও লোক নানা অসুবিধা ভোগ করে। তথাপি কোথাও কোন বিদ্রোহ ঘটে নাই। ইখ্শিদ মিশরীদিগকে শান্ত জীবনযাপনে বাধ্য করিয়া যান; কিরূপে উহা বজায় রাখিতে হয়, কৃষ্ণকায় কাফূর স্পষ্টতঃ তাহা ভাল জানিতেন। পরবর্তীকালের বহুলোকে এমনকি তাঁহার ব্যক্তিগত রাজত্বের চারি বৎসরকে কতকটা স্বর্ণযুগ বলিয়া মনে করিত।

স্বভাবতঃ আয়াসী হইলেও কাফূর ছিলেন ধার্ম্মিক, পরিশ্রমী ও সুদক্ষ শাসক। অধিকাংশ সুচতুর ক্রীত-দাসের ন্যায় তিনিও কিছু মার্জ্জিতাচার অর্জ্জন করেন। কবি, পণ্ডিত, বিদূষক ও সমালোচকে তাঁহার দরবার নিয়ত পূর্ণ থাকিত। এই কাফ্রী ম্যাসেনাসের সদাশয়-তায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা আলো দর্শনে পতঙ্গের ন্যায় সেখানে ছুটিয়া আসিতেন। তাঁহাদের সান্ধ্য আলোচনা বা খেলাফতের অতীত ইতিহাস শুনিতে তাঁহার বড় ভাল লাগিত। অন্যান্য কাফ্রী ক্রীতদাসের ন্যায় তিনিও ছিলেন অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয়। তাঁহার বিপুল অর্থ সাহি-

www.ahlehadeethbd.org

ত্তিক মহলে মুক্তহস্তে বিতরিত হইত। একবার জনৈক কবি একটী উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়া বলিলেন; উস্তাদের গুণ-গরিমায় মিসর আনন্দে নৃত্য করিতেছে; ভূমিকম্প তাহারই বিকাশ! কাফূর উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সহস্র দীনার দান করিলেন। জনৈক শরীফ তাঁহার ঘোড়ার চাবুক তুলিয়া দিয়া একখানা মালগাড়ী উপহার পান; উহার মূল্য ১৫০০০ দীনার। কেবল তিনি মুতানব্বীর ক্ষুধা মিটাইতে পারেননাই। সায়ফুদ্দৌলার উপহার অপর্য্যাপ্ত মনে করিয়া তিনি মিসরে আগমন করেন। (৯৫৭ খৃঃ)। দুই বৎসর যাবত কাফূরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। প্রথমে তিনি তাঁহার খুব প্রশংসা করিলেও শেষে ভীষণ নিন্দাবাদ আরম্ভ করেন। পরিণামে তিনি সিরাজে চলিয়া যান।

কাফূর ফুস্তাতের উত্তরে অনেক উদ্যান পত্তন করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এগুলি আদর্শ বাগিচা বলিয়া বিবেচিত হইত ও লোকের মনে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি জাগরূক রাখিতে সহায়তা করিত।

ক্ষমতা হাতে পাইয়া কাফূর অন্যান্য কাফ্রী কর্ম্মচারীর ন্যায় অসংযত বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁহার রন্ধনশালায় প্রত্যহ ১০০ মেষ, ২৫০ রাজহাঁস, ৫০০ মোরগ, ১০০০ কবুতরাদি পক্ষী ও ১০০ কলস মিঠাই খরচ হইত, মোরগ ভিন্ন দৈনিক ২১/ মণ মাংস লাগিত! কেবল ভৃত্যেরাই ৫০ মশক মদ্য পাইত। আপেল-মদিরাই ছিল তাঁহার প্রিয় পানীয়; এজন্য আসয়ুতের কাবীর নিকট হইতে প্রতিবৎসর শীতকালে ৫০,০০০ আপেল আসিত। এত মিতব্যয় সত্ত্বেও মৃত্যুকালে (এপ্রিল, ৯৬৮) তিনি নগদ ৭লক্ষ দীনার ও ৬লক্ষ দীনার মূল্যের মনিমুক্তা, তৈজসপত্র, ক্রীতদাস ও বিবিধ জন্তু রাখিয়া যান।

২২ বৎসরকাল অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনার পর ৬০ বৎসর বয়সে কাফূরের মৃত্যু হইলে দরবারের প্রধান কর্ম্মচারীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনে সমবেত হইলেন। মিসরের ইতিহাসে উহার নজির নাই। নামমাত্র রাজা—খলীফার প্রভুত্ব কিরূপে উ...কৃত হইত, ইহাই তাহার প্রমাণ। আলী বিন্ আল্-ইখ্‌শিদের ১১ বৎসর বয়স্ক পুত্র আবুলফাওয়ারিস আহ্‌মদ অধিকাংশের মনোনয়ন লাভ করিলেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলও এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইল। তৎক্ষণাৎ তিনি খুৎবায় সিরিয়া, মিসর ও পবিত্র নগরদ্বয়ের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ইব্‌নে ফুরাত রাজস্বমন্ত্রী- ও কবুতরের ডাকের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এহুদী সামুয়েল সমর-সচিবের পদে বৃত হইলেন। কিন্তু একজনের শোষণ ও কৃপণতা ও অপরের অযোগ্যতায় সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া বসিল। এ সময় আহ্‌মদের খুল্লতাত ভ্রাতা হসায়ন বিন্ ওবায়দুল্লাহ্ কার্ম্মাতিয়াদের হস্তে পরাভূত হইয়া ফিলিস্তিন হইতে পলাইয়া আসিলেন। সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেনাপতি নির্বাচিত করিল। তিনি বালক রাজার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। তাঁহাকেই পরবর্তী রাজা করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশী দিন টিকিলনা। তিনমাস কাল পর্য্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া হসায়ন ফিলিস্তিনে ফিরিয়া গেলেন। অবশ্য যাইবার সময় ইব্‌নে ফুরাতের অধর্ম্ম-লব্ধ অর্থ কাড়িয়া নিতে তাঁহার ভুল হইলনা (ফেব্রুয়ারী, ৯৬৯)।

মিসরের এই ... ...পীর চতুর্দ্দি... ফাতিমিয়া ... ...হিলনা। কার্ম্মাতিয়াদের সিরিয়া অভিযান ও ইহাদের বি...গার দরুন পূর্বদিক হইতে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা ছিলনা। উচ্চাকাঙ্খী খলীফা এমন সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেননা। হসায়নের প্রস্থানের ৫মাস পরেই তাঁহার সৈন্যেরা ফুস্তাতে প্রবেশ করিল (জুলাই, ৯৬৯)। শেষ ইখ্‌শিদের পতনের সহিত দুই শতাব্দীর জন্য মিসর সুন্নী-খেলাফত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি

৩৩০ বৎসরের মুসলিম শাসনে মিসরের কতদূর উন্নতি হয়, এবার তাহা আলোচনা করা যাউক। অধিবাসীরা চিরাচরিত নিয়মে দলেদলে ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানেরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়। আরব ও দেশীয়দের সংমিশ্রণে মিসরী জাতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই মিশ্রণের ফলে কোন প্রতিভাশালী লোকের

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(১৭)

মূল—স্যার-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাসাদমালা ও সুসজ্জিত বিপণী দ্বারা সজ্জিত সভ্য নগরবাসী কোন লোক যখন বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা করে, তখন সে পথকষ্ট নিবারণের জন্য উপযুক্ত পাথেয় এবং সমপর্যায়ের সঙ্গী যোগাড়ের প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর ভ্রমণ-বিলাসীদের পক্ষে ওহাবী বিপ্লবী প্রচারকদিগের স্বাধীন নির্মুক্ত মনোভাব ও নিঃসম্বল অবস্থায় সংকট-সঙ্কুল দীর্ঘপথ পর্যটন কল্পনা করিতে কষ্ট হওয়ার কথা। আত্মিক উৎকর্ষের জন্য যে নির্জ্জন সাধনা আবশ্যক, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। এইজন্য যেসমস্ত দরবেশ, ফকির ও সন্ন্যাসী আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপদ-সঙ্কুল বনানী সম্বলিত পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় লয়েন, অথবা নিঃসঙ্গী ও নিঃসম্বল অবস্থায় প্রান্তরের উপর প্রান্তর ভ্রমণে রত

অভ্যুদয় হয়নাই। ইবনে-তুলুন, ইখ্‌শিদ, কাফুর প্রভৃতি মুষ্টিমেয় যশস্বী কর্তাদের প্রত্যেকেই বৈদেশিক; এমনকি তাঁহারাও ছিলেন চিরস্থির কর্মচারীদের সামান্ত উ[illegible] বিরাট আকারে দিগ্বিজয়ের [illegible] বা বি[illegible] সৃষ্টিকারী বিপজ্জনক জাতিবিরাগিগকে দূরে রাখার চেষ্টা করেননাই। তাঁহাদের [illegible]-বহর ছিল সত্য, কিন্তু ইউরোপ আক্রমণে ব্যবহার করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিসরীরা আরব বিজয়ে লাভবান হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীন কৃষি-প্রথা ও সেচপদ্ধতি অব্যাহত থাকিলেও তাহা শাসনকর্তাদের উদ্যম বা জনসেবার ফল নহে। তাঁহারা প্রধানতঃ রাজস্ব সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকিতেন। মাক্রিজি ভূমি-রাজস্ব হ্রাসের যে বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের অমনোযোগিতা প্রমাণিত হয়।

আরবদের-পূর্ত্ত কার্য প্রধানতঃ রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিজেদের আনন্দ ও সুবিধা বর্দ্ধনের জন্য শাসনকর্তারা উহার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া উহাকে প্রাসাদ, অট্টালিকা, মসজিদ, উদ্যান ও ময়দানে সুশোভিত করেন। খুমারুভী প্রভৃতি রাজন্যবর্গের বিলাসিতার দরুন গ্রাম্য করদাতাদের অর্থে নাগরিকেরা সাময়িকভাবে উপকৃত হয়।

খেলাফতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইবনে তুলুন, ইখ্‌শিদ, কাফুর প্রভৃতির দরবারে বিজ্ঞজনের সমাগম হইত। ফলে মিসর ক্রমে শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখনও উহা বাগদাদ, দিমিশ্‌ক বা কর্ডোভার সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। মিসরী মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবি, ঐতিহাসিক বা সমালোচকের আবির্ভাব হয় নাই। খেলাফতের কবিরা দরবারের কৃত্রিম সৃষ্টি; রাজধানীতেই তাঁহাদের প্রতিভার অধিক সমাদর ও পুরস্কার মিলিত। মরুভূমির অকৃত্রিম কবিতার সতেজ উন্মাদনা ইতিমধ্যে অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়। বক্তৃতা ও সঙ্কলন-সাহিত্যেরও তখন সবেমাত্র আরম্ভ। তবে ইহা আরবী সাহিত্যের শেষ পরিণতির যমানা। এসময় প্রধানতঃ অনারবেরা ইহার চর্চা করিতেন। সদাশয় ইখ্‌শিদ ছিলেন তাঁহাদের মুরব্বী। প্রাথমিক লেখকদের চেয়েও পারিভাষিক কৌশল তাঁহারা ভাল জানিতেন। (ক্রমশঃ)

রহিয়াছেন, লোকালয়ে অবস্থানকারী গৃহস্তদের তুলনায় তাঁহারা যে উত্তম ও শ্রদ্ধেয়, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এই দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া আমি ওহাবী প্রচারকদিগের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি যে, তাহারা সর্বাপেক্ষা সংযমী, সর্বাপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এবং সর্বাপেক্ষা ত্যাগ-পরায়ণতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতাকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজ জাতির বর্তমান পুরুষের পূর্ব-পুরুষগণ জাতীয় সংগঠনের ভিত্তিস্বরূপ যে সংযম, অসীমত্যাগ ও চরিত্র নিষ্ঠার অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, সেইকথা স্মরণে আসিবা মাত্র প্রত্যেক ইংরাজের মন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনমিত হইয়া আসিতে চাহে এবং তাঁহারা যে বর্তমানের ভোগ-বিলাসী ইংরাজদের চাইতে উত্তম ছিলেন, সেকথাও তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। আজও যখন কোন খৃষ্টান, পার্টির বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন যে অতীতে দুঃখ দৈন্য-তাড়িত হইয়া যেসমস্ত খৃস্টান বিপদ-সঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম পূর্বক পবিত্র জেরুযালেমে উপনীত হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন সেই পুরাতন ও পবিত্র কাহিনী স্মরণ করিয়া তাহারা তৃপ্তিলাভ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে।

ভারতীয় মন স্মরণাতীত কাল হইতে উন্মুক্ত আকাশ তলে অবস্থিতি করিতে আকাঙ্খাশীল হইয়া রহিয়াছে। ভারতের আবহাওয়াও উহার অনুকূল। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বৃন্দের পক্ষে প্রাণ রক্ষার জন্ম গৃহবাস যেরূপ অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে গ্রীষ্মপ্রধান ভারত-বাসীর পক্ষে উহা ততটা প্রয়োজনীয় নহে। সংস্কৃতশাস্ত্র মোতাবেক কোন উচ্চ জাতির হিন্দু-গৃহে যখন সন্তান প্রসব করে, তখন প্রসূতিকে গৃহের বাহিরে আতুড়ঘর নামক যে স্থানে রাখা হয় তাহাকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বলা যাইতে পারে। নদীকুলে অথবা পর্বতের গুহায় বসিয়া ওমুক সাধু নির্জ্জনে উপাসনা আরাধনায় রত রহিয়াছেন শুনিলে শ্রোতা মাত্রেরই মন ভক্তি আপ্লুত হইয়া উঠে। শকুন্তলা উপাখ্যানের যে স্থানটিতে এক পরমা সুন্দরী যুবতী এক অতি ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল বনানীর মধ্যে পলায়মান হরিণীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিয়াছেন, সেই দৃশ্যটি সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়া রহিয়াছে। ওহাবীবিপ্লবী নেতা ও প্রচারকবৃন্দ ভারতের এই নির্জ্জন বাসপ্রণালীকে অতি সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। ক্রমে এই রীতি মুসলমানদিগের নিকট এরূপ ব্যাপকভাবে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, যখন কোন স্খলিত-চরিত্র ধনী পুত্র বিলাসব্যসনে ধন সম্পত্তি উড়াইয়া সর্বশান্ত হইয়া জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, অথবা যাহারা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ করিয়া আত্ম গোপন করিতে চাহিয়াছে, এই শ্রেণীর ভগ্ন-মনোরথ ও কলুষিত চরিত্রের লোকেরাও ওহাবী প্রচারকদিগের সঙ্গ লইয়া পাহাড়-পর্বত ও বনানীতে অবস্থিতি ও দেশ পর্যটনের সহিত উপাসনা-আরাধনায় লিপ্ত হইয়া পবিত্র জীবনলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ওহাবী প্রচারকবৃন্দ এই প্রকার সাধু সুলভ জীবন-যাপন প্রণালী অবলম্বন করায় তাহারা তাহাদের গমনাগমনের পথে পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহের অধিবাসীবৃন্দের শ্রদ্ধা-ভক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা একান্ত নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থায় হয়ত কেহ একটি তালেবে ইল্ম সঙ্গে লইয়া দেশ পর্যটনে বাহির হইয়াছে, বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে [illegible] পথে প্রান্তরে অতিবাহিত করিতে হই[illegible] মধ্যে তাহারা নির্জ্জন স্থানে গভীর [illegible] মগ্ন হইয়া এরূপ আত্মবিস্মৃতির অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, সঙ্গের মুরিদ বা তালেবে এল্ম সময় মত ডা[illegible] না দিলে পানাহারের কথাও তাহাদের স্মরণে আসে নাই। তাহাদের এই প্রকার অতুলনীয় সংযম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের প্রতি আগ্রহ স্বভাবতঃই জনসাধারণকে তাহাদের প্রতি ভক্তি-প্রবণ করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য তাহাদের চলার পথে কোন গ্রাম উপস্থিত হইলে সেই গ্রামবাসীগণ তাহাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অভিনন্দিত করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের মুখের কথা শুনিয়া এরূপ আত্ম-ভোলা হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য তাহারা পারিবারিক ঝগড়া, গ্রাম্য দলাদলী অথবা খেতের আইলের ঝগড়া বিবাদের কথা বিস্মৃত হইয়া সৎচিন্তা ও দেশমুক্তির স্বপ্নে মগ্ন হইয়াছে।

Contents
www.ahlehadeethbd.org

এই সমস্ত প্রচারকের সকলেই যে সর্বক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে বিদ্রোহ প্রচার করিয়াছে তাহা নহে। বরং তাহারা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামের আদর্শ ও নীতি যেভাবে বর্ণনা করে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে শ্রোতাদের মন ইংরেজ-বিদ্বেষে বিষাইয়া উঠে। উহা এমনই বিষাক্ত নীতি যে, মহামতি বেকন যেরূপ প্রচারণাকে মানুষের সামাজিক শান্তি ও ন্যায়বিচারের গণ্ডী ছিন্নভিন্নকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাদের অনেকে খোদার বিধিব্যবস্থাসমূহের অনুগ্রহ, প্রেম ও শান্তির বাণীসমূহ মুলতুবি রাখিয়া কেবল মাত্র জেহাদের আয়াৎসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়া লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে অভ্যস্ত। তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে বিদ্বেষ ও ঘৃণামূলক প্রচারণা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন উহারও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৮৭০ সালে সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাপ্রবণ ও বিদ্বেষপরায়ণ পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহ ভ্রমণকালে এইরূপ একটি দৃষ্টান্তের সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল। আমার এই সকল উক্তি হইতে যদি কেহ ওহাবী ও রাষ্ট্রদ্রোহী-বিশ্বাসঘাতক বলিতে একই অর্থ বুঝিতে চাহেন, তবে ঘটনা বর্ণনার পূর্বে আমি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইতেছি। ঘটনাটি এইরূপ :—জনৈক ওহাবী প্রচারক কোন দূরস্থান হইতে আসিয়া একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। একজন মওলবী ওয়াজ নছিহত করিবার জন্য আসিয়াছেন শুনিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে চতুর্দিক হইতে সহস্র সহস্র মুসলমান আসিয়া তাঁহার সম্মুখে সমবেত হইল। এই শ্রেণীর সভাসমিতিতে যেভাবে কাফেরের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় সেই কথা স্মরণ করিয়া এলাকার হিন্দু অধিবাসীগণ প্রমাদ গণিলেন এবং তাহারা তাহাদের নিরাপত্তার উপায় বিধানার্থ বিনীতভাষায় আবেদনপত্র লিখিয়া জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করিলেন। প্রচারক সাহেব ওয়াজ-নছিহত আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু কোরানের উচ্চ নৈতিকশিক্ষা এবং মুসলমানদের মধ্যে যেসমস্ত শেরেক বেদআত প্রবেশ করিয়াছে উহার সংশোধনের উপদেশ ছাড়া জেহাদের কথা স্পর্শ মাত্র করিলেননা। কিন্তু দূর দূরান্তর হইতে যেসমস্ত মুসলমান ওয়াজ শুনিতে আসিয়াছিল তাহারা জেহাদের উত্তেজকবাণী শুনিবার আকাঙ্খা লইয়াই আসিয়াছিল। সুতরাং বক্তার নৈতিক উপদেশ শুনিয়া তাহাদের মনও ভিজিলনা এবং পেটও ভরিলনা। অতএব তাহারা যেমন আসিয়াছিল তেমনি চলিয়া গিয়া বক্তা সাহেবকে এরূপ অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া গেল যে, অবশেষে তাঁহাকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাঁহার প্রতি বিতশ্রদ্ধ হিন্দুদের নিকট হইতে চাউল ও আগুন সংগ্রহ করিতে হইল। ওহাবী বিপ্লবী প্রচারকবৃন্দ এরূপ বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা যেসমস্ত জেলা ভ্রমণ করিয়া প্রচারণা চালাইয়াছে সেইসমস্ত জেলার শাসন কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে ভয়ভীতি ত দূরের কথা, অনেক সময় তাহাদিগকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রের কাছারির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ প্রচার করিতে দেখা গিয়াছে এবং মামলা মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আগত লোকেরা তাহাদের চতুর্দিকে সমবেত হইয়া বক্তৃতা শুনিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সর্বপ্রথমে যে প্রচারকারীর সহিত আমার পরিচয় ঘটে তিনি কমিশনারের বাংলার সন্নিকটে অবস্থিত সার্কিট হাউসের সম্মুখস্থ ময়দানে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং সার্কিট হাউসের সম্মুখে অবস্থিত একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া স্বীয় সধর্ম্মাবলম্বী জনতাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে একটী লাল রঙের ক্ষুদ্রাকৃতির অশ্ব ছিল এবং অশ্বটীর সম্মুখের দুইখানি পা দড়ি দিয়া বাঁধাছিল। সে ক্ষুধার্থ ছিল, তাই ঘাস খাইবার ইচ্ছায় অতিকষ্টে লাফাইয়া লাফাইয়া অগ্রসর হইতেছিল, আর স্বীয় দুর্ব্বল লেজ দুলাইয়া দেহের ক্ষতস্থানে পতিত মাছি খেদাইতেছিল। আবার মাছির উৎপাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কখনও কখনও মুখ ফিরাইয়া হ্রেষা রবে মাছি তাড়াইতেছিল। অবস্থা পর্যবেক্ষণে বৃদ্ধকে সরলচিত্ত এবং নিষ্ঠাবান ধর্ম্মভীরু লোক বলিয়া মনে হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলিতেছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র আট দশ ব্যক্তি উহা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। লণ্ডনের চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া যখন পাদ্রীরা বক্তৃতা করেন সেই সময় শ্রোতারা যেমন কেহ শুনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেহ চলিয়া যায়, এই বক্তৃতার শ্রোতাদেরও সেই অবস্থা ছিল। আমি যেসময়ের কথা বলিতেছি, সেটি ছিল মে মাস। ঐ সময় প্রায়ই বাংলা দেশের নানাস্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এইজন্য তিনি তাঁহার শ্রোতাদিগকে মেলার অনিষ্টকারিতা বুঝাইতেছিলেন। মেলার মধ্যে যে-সমস্ত শরিয়ত-বিরুদ্ধ কার্যকলাপ রহিয়াছে, তিনি একান্ত উত্তেজক ভাষায় সেই সমস্তের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিলেন যে, যেব্যক্তি নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া মেলায় যোগদান করিবে, তাহার অন্তর পুরাতন ময়লা বস্ত্র অপেক্ষাও পাপে মলিন হইয়া পড়িবে। আর ঢোলক ও তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বাজনা যে কানে শুনিবে, সেই কান খোদার কালাম ও জিকির শুনিবার পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়িবে। মহররম উপলক্ষে যেসমস্ত মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতেও যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া তিনি বলিতেছিলেন যে, ঐ সমস্ত মেলায় কারবালার লড়াইয়ের নকস অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় মাত্র এবং তাজিয়া বহন প্রভৃতি সবকিছুই শরিয়ত-বিরুদ্ধ। সুতরাং যাহারা আগ্রহ সহকারে ঐসমস্ত হারাম ব্যাপারে যোগদান করে, খোদা ও রসুল তাহাদের প্রতি একান্তভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বক্তৃতাটী পশ্চিম বাংলার কোন এক জেলার সদরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। বলাবাহুল্য, পশ্চিম বাংলার স্বভাবতঃ শান্তস্বভাব মুসলমান সাধারণ এই শ্রেণীর সংস্কারমূলক প্রচারের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নহে, পূর্ববঙ্গই উহার উপযুক্ত স্থান। সুতরাং বক্তৃতা শেষে শ্রোতাগণ যখন আপনাপন পথ ধরিল, তখন তাহারা বক্তার বক্তব্য সম্বন্ধে একমত তো ছিলই না, বরং অধিকাংশ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে করিতে পথ চলিতেছিল। এক ব্যক্তি বলিতেছিল যে, এই মওলবী আমাদিগকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদের কবরে প্রদীপ জ্বালান নিষেধ করিতেছে। আর এক ব্যক্তি বলিতেছিল, আমরা পুত্রকন্যার বিবাহে বাদ্য-বাজনা এবং নাচ গান দ্বারা যে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, ইনি তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন। তৃতীয় ব্যক্তি বক্তার সমর্থনে বলিতেছিল যে, যাহা-হউক ইনি তো কুরআনের সত্তর হাজার ছয়শত উন-চল্লিশটী অক্ষরের সহিত পরিচিত হইয়া বলিতেছেন যে, এবাদাত-বন্দেগী মাত্র এক ও অদ্বিতীয় খোদার জন্যই নির্দিষ্ট। বস্তুতঃ আলেম রূপে তিনি কোরআনের যে সমস্ত উপদেশ শুনাইলেন উহা কি প্রকারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে? কিন্তু জনৈক মোয়াজ্জিন (আজান দাতা) উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, যে জাল ইমাম (আব-দুলওহাব) তরবারি দ্বারা মক্কা মদীনা জয় করিয়া হজ্জের রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং ঘোষণা করিয়াছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ নাই, পীরওলীগণের মাজারে নজর নিয়াজ দিলে শেরেক হইবে, এই মওলবীকে সেই জাল ইমামের অনুসরণকারী বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং ইহার কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারেনা"।

ফলকথা, প্রচারক সাহেবের এই দিনকার প্রচার যে ব্যর্থ হইয়া গেল তিনিও তাহা বিলক্ষণভাবে অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে বিরক্ত বা বিমর্ষ দেখা গেলনা। তাঁহার মুখের প্রসন্নভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন উহাই যথেষ্ট। তাঁহার কথা কেহ গ্রহণ করিল বা না করিল সে-জন্য তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই। সকলেই যখন চলিয়া গেল তখন ময়লাজীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দুইজন লোক যে তাঁহার নিকট থাকিয়া যাইতে দেখা গেল, তাহাদিগকে তাঁহার সঙ্গী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহারা তাঁহার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিমার প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার জানাইতেছিল। তিনি একান্ত সরলতার সহিত সঙ্গীদ্বয়ের সহিত আস্তে আস্তে বাক্যালাপ করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি সেই স্থানে শুইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয় বারি মোতা-বিক তাঁহার অঙ্গে পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছিল। তাঁহার দুর্বল অশ্বটী খাদ্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্বক বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সূর্য্যের উত্তাপ কমিয়া আসিলে তাঁহারা যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি গমন করিলেন। প্রচারক সাহেব স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিলেন, আর মুরিদদ্বয় অশ্বটীর দুই পার্শ্ব দিয়া চলিতেছিল।

একথা এখানে ভালভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষে যে বিরাট ওহাবী জমায়াত ও ব্যাপক সংগঠন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহাদের যে শত শত প্রচারক ভারত ও এশিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্তমানে প্রচারক শ্রেণীর লোকদিগকে তাহাদের একটী নগণ্য সংখ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে সর্বত্রই তাহাদের অবস্থা এক প্রকার নহে। অনেক ক্ষেত্রে মসজিদ ও জনপদসমূহে তাঁহারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন, আবার কোন কোন স্থানে তাহাদিগকে উপেক্ষিত হইতে হয়। যে আদর্শ চালিত হইয়া প্রটেষ্টাণ্ট পাদ্রীগণ রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জাসমূহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহারাও সেই ভাবে পয়গম্বর মোহাম্মদ (দঃ) এর ধর্মে যেসমস্ত বেদআতের আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে তাহাইইতে ইসলামকে নির্মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কিন্তু ভারতের বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর দুর্ভাগ্য এই যে, এমন একটি সংস্কারপন্থী দল তাহাদিগকে কাফের আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে উৎখাতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। তবে এই ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ বলিয়া ধারণা করা ঠিক হইবেনা। কারণ জগতের যে স্থানেই যখন সংস্কারপন্থী মুসলমান দল আবির্ভূত হইয়া ইসলামকে উহার প্রাথমিক অবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থানেই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে অভ্যুত্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। বলাবাহুল্য, সে স্থলে তাহারা মুসলমান শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধাচরণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেনাই। কারণ ব্যক্তিতন্ত্রের সহিত প্রতিক্রিয়াশীলতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিতান্ত্রিক বাদশাহগণের মধ্যে যিনি একান্ত ভাবে উদারপন্থী তাহাকেও প্রবৃত্তি চালিত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে শরিয়ত লইয়া ছিনিমিনি খেলা করিতে দেখা গিয়াছে। এই জন্য দেখা গিয়াছে, যেখানেই শাসকগণ শাসনতন্ত্রে শরিয়তের মূলনীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন, সেই স্থানের সংস্কারপন্থী মুসলমানগণ তাহাদের বিরুদ্ধাচারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এমন কি যে মক্কাধাম তথা হেজাজ ভূমি ইসলামের কেন্দ্র স্থল সেই পবিত্র ভূমিতেও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান শাসকদিগের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী মুসলমানগণ পুনঃ পুনঃ অভ্যুত্থিত হইয়াছেন এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে অশেষ নির্যাতনও ভোগ করিতে হইয়াছে। অবশেষে ওহাবী আখ্যাধারী সংস্কারপন্থীগণও একবার অভ্যুত্থিত হইয়া সফলকাম হয়েন। কিন্তু পরে তাহাদের পতন হয় এবং সেই পতনের পরে তাহাদিগকে ভয় বিতাড়িত কেরুপালের দশা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। বিগত পৃষ্ঠায় আমি জনৈক নিষ্পাপ ওহাবী প্রচারকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের সকলের অবস্থা একরূপ নহে। যে সহস্র সহস্র ওহাবী প্রচারক দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে উত্তম মধ্যম সর্বশ্রেণীর লোক রহিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশেরই লক্ষ্যস্থল হইতেছে সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ। এই নিম্নস্তরের অর্থাৎ কৃষকশ্রেণীর মুসলমানদিগের হাবভাব, চাল-চলন দেখিলে মনে হয় তাহারা যেন ইংরাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিবার জন্য জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই জন্য সংস্কারপন্থী ওহাবী প্রচারকগণ বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে গিয়া উগ্র প্রচারণাদ্বারা তাহাদিগকে ক্ষেপাইতে চেষ্টা পাইয়া থাকে। তাহারা মুসলমান কৃষকদের মধ্যে গিয়া যেধরণের বক্তৃতা করিয়া থাকে নমুনা স্বরূপ সেই শ্রেণীর একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুসলমানের উপর আল্লাহ ও তদীয় রসুল (দঃ) যেসমস্ত ফরয কাজ চাপাইয়াছেন তন্মধ্যে জেহাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি কেহ উহার বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি উপস্থিত করিতে চাহে যে, প্রবল প্রভাবান্বিত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সহায়সম্বলহীন দরিদ্র ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব পর নহে, তবে উহার প্রতি উত্তরে আমি তাহাদিগকে বলিব যে, বেশ, জেহাদ যদি সম্ভবপর না হয়, তাহাইইলে হিজরতের জন্য প্রস্তুত হও এবং অবিলম্বে কোন শরিয়ত শাসিত মুসলমান রাজ্যে গিয়া ঈমান বাঁচাইতে চেষ্টা কর। হয় জেহাদ, নয় হিজরত এই দুইটির একটি অবলম্বন ব্যতীত মুসলমানের সম্মুখে বিদেশী বিধর্মী শাসিতরাজ্যে বসবাস করিবার পক্ষে তৃতীয় কোন বিধি নাই। প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, যে দেশে কাফেরের শাসন প্রচলিত রহিয়াছে সেই দেশ অভিসম্পাতিত। সুতরাং সেই দেশের জলবায়ু ও ফলাদি সমস্ত কিছুই মুসলমানের পক্ষে স্পর্শনীয় নহে।

এই ধরনের বক্তৃতা এবং পত্র ও পত্র অসংখ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুস্তক পুস্তিকার প্রচারের দ্বারা দেশময় বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের ভাব প্রচারের বৃত্তান্ত আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর উহার অনুকূলে যেসমস্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা পূর্ববাংলার নিরক্ষর মুসলমান সাধারণকে ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলা হইয়া থাকে উহার কিঞ্চিৎ নমুনা উপস্থিত করিতেছি। "মুসলমানেরা পরাধীনতা মানিয়া লওয়ার দরুন যে গুরুতর পাপ করিয়াছে সেজন্য মৃত্যুর পরে তাহাদের জন্য দোযখের আগুনে অবস্থিতি অবধারিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই আগুন হইতে নিস্তার লাভের মাত্র দুটী পন্থা রহিয়াছে। প্রথম জেহাদ দ্বিতীয় হিজরত। যাহারা জেহাদে যোগদান করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের পক্ষে আপনাপন ঘরবাড়ী ও জায়গা জমির মায়া জলাঞ্জলী দিয়া কোন শরিয়তের বিধানানুযায়ী শাসিত মুসলমান রাজ্যে চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।" এতৎ সংশ্লিষ্ট একখানি পুস্তিকায় ছাপার অক্ষরে যে উপদেশ বর্ষণ করা হইয়াছে নিম্নে উহার তর্জ্জমা উপস্থিত করিতেছি।

"বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম"

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, তিনি বিশ্বচরাচরের মালিক। অতঃপর শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) প্রতি দরুদ ও সালাম এবং তাঁহার বংশধর ও সাহাবাবৃন্দের প্রতি খোদার অনুগ্রহ বর্ষিত হউক।"

"ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের জানা উচিত যে, যে দেশে কাফেরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মুসলমানগণ নির্যুক্তি স্বাধীনভাবে ইসলামী শরিয়তের বিধিব্যবস্থাসমূহ পালনের অধিকারী নহে, সেই দেশ হইতে হিজরত করা তাহাদের জন্য ফরজ হইয়া রহিয়াছে। এই বিধি যেব্যক্তি লঙ্ঘন করিবে তাহাকে মৃত্যুকালে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। যেসময় মৃত্যুর ফেরেস্তা তাহার প্রাণ লইবার জন্য উপস্থিত হইবেন, সেই সময় তিনি তাহার নিকট প্রশ্ন করিবেন যে,— "খোদার দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিলনা যে, তুমি কাফের-শাসিত রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া নিজের আত্মাকে পাপে-কলঙ্কিত করিয়াছ? এই কথা বলিয়া তিনি ভীষণ যাতনার সহিত তাহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির করিয়া লইবেন। অতঃপর তাহাকে কেয়ামত কাল পর্যন্ত কবরের মধ্যে নিরন্তর আজাব ভোগ করিতে হইবে এবং অবশেষে কেয়ামতের বিচারের পর তাহাকে ভীষণ দুঃখকষ্ট ও যাতনাময় দোযখে গিয়া অনন্তকাল অবস্থিতি করিতে হইবে। অতএব কাফের-শাসিত রাজ্য হইতে আল্লাহ মুমীনবৃন্দকে উদ্ধার করুন।"

"এই কাফের-শাসিত রাজ্য হইতে এই মুহূর্তে হিজরতের জন্য প্রস্তুত হইয়া দ্বীনদার মুসলমান কর্তৃক শরিয়ত-শাসিত রাজ্যে গমন করিয়া আল্লাহর অনুগ্রহভাজন হইতে পারিলে এযাবৎকাল বিধর্ম্মীর রাজ্যে বাস করিয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছ উহা আল্লাহ ক্ষমা করিবেন। দেশত্যাগের জন্য ঘরবাড়ী ও জীবিকার জন্য ভাবনার কোন কারণ নাই। কারণ খোদা বলিয়াছেন যে, তোমরা যেখানেই যে অবস্থায় থাকনা কেন তিনি তোমাদিগকে জীবিকা যোগাইবেন।"

"রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসে আছে যে, ইছরাইল জাতির একব্যক্তি ৯৯টী নরহত্যার অপরাধ করিয়া স্বীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তওবা করিবার জন্য জনৈক সাধু পুরুষের নিকট গিয়া বলে যে, ৯৯টী নরহত্যার পাপে তাহার জীবন কলঙ্কিত, এই পাপ হইতে মুক্তির কোন উপায় আছে কি? উত্তরে সেই সাধু তাহাকে জানাইলেন যে, যেব্যক্তি বিনা কারণে নিরপরাধী লোকের হত্যাদ্বারা নিজের হস্তকে কলঙ্কিত করিয়াছে তাহার জন্য দোযখের শাস্তিভোগ নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমাকে দোযখবাসী হইতেই হইবে। এই কথা শুনার পর সেই লোকটি বলিল যে, দোযখের আগুনের হস্ত হইতে যখন আমার নিস্তারের কোন উপায়ই নাই তখন তোমাকেও হত্যা করিয়া একশতটি পূর্ণ করিতেছি। এই কথা বলার পর সে স্বীয় হস্তস্থিত তরবারিদ্বারা সেই সাধুপুরুষকেও হত্যা করিল। অতঃপর সে অপর একজন সাধু পুরুষের নিকট গিয়া প্রথমের ৯৯টী হত্যা এবং পরে সাধু পুরুষের হত্যার বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া উহা হইতে মুক্তির উপায় আছে কিনা জানিতে চাহিলে তিনি তাহাকে বলিলেন যে, "মুক্তির উপায় নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তুমি যদি স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

(বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ)

—মুনতাছের আহমদ রহমানী

১১) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন দুই প্রকার মৃত জন্তু আর দুই প্রকার রক্ত আমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। মৃত-জন্তুদ্বয়ের প্রথমটি পঙ্গপাল এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে মৎস্য এবং রক্ত দুইটির মধ্যে প্রথমটি হইতেছে হৃৎপিণ্ড আর দ্বিতীয়টি প্লীহা বা যকৃৎ।—আহমদ ও ইবনে মাজাহ। এই হাদীসে দুর্বলতা রহিয়াছে।

احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال ـ

১২) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, যদি তোমাদের কোনব্যক্তির পানীয় বস্তুতে মাছি পতিত হইয়া যায়তবে সেই ব্যক্তির উচিত যে, উহাকে উক্ত পানীয় বস্তুতে উত্তমরূপে ডুবাইয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। কারণ উহার এক ডানাতে রোগ এবং অপর ডানাতে উহার প্রতিষেধক ঔষধ রহিয়াছে।—বুখারী ও আবু-দাউদ।

اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان فى احد جناحيه داء وفى الاخر شفاء ـ

আবুদাউদের সূত্রে বর্ধিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই মাছি রোগ-যুক্ত ডানাকে সিক্ত

وانه يتقى بجناحه الذى فيه الداء

বিশুদ্ধ মনে খোদার দরবারে তওবা করিবে এবং কাফের-শাসিত রাজ্য হইতে হেজরত করিতে পার তাহাহইলে খোদা তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিবেন। এই কথা শুনার পর সেই ব্যক্তি স্বীয় পাপের জন্য গদগদ কণ্ঠে আল্লাহর নিকট তওবা করিল এবং হেজ-রতের সংকল্প লইয়া কাফের-শাসিত রাজ্য ত্যাগ করিল। কিন্তু পথের মধ্যে তাহাকে মৃত্যু কবলিত হইতে হইল। সেই সময় যে দুইজন ফেরেস্তা তাহার প্রাণ হরণের জন্য উপস্থিত হইলেন তন্মধ্যে একজন অনুগ্রহের অপর জন ছিলেন নিগ্রহের ফেরেস্তা। অনুগ্রহের ফেরেস্তা বলিলেন, তোমার কোন প্রয়োজন নাই, আমিই আরা-মের সহিত ইহার প্রাণকে দেহ হইতে বাহির করিতেছি কারণ এইব্যক্তি স্বীয়কৃত পাপের জন্য বিশুদ্ধ মনে তওবা করিয়াছিল এবং অতঃপর সে কাফের-শাসিত রাজ্য হইতে হেজরত করিয়াছে। নিগ্রহের ফেরেস্তা উহার উত্তরে বলিলেন যে, যদি এইব্যক্তি হেজরত করিয়া মুমীন-শাসিত রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিত, তাহাহইলে তুমিই যে ইহার জান কবজ করিবার অধিকারী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে তাহা পারেনাই। অতএব আমিই ভীষণ যাতনার মধ্য দিয়া উহার প্রাণ বাহির করিব। এইভাবে কথা কাটাকাটির পর যেস্থানে সেই ব্যক্তি পড়িয়াছিল, উভয় ফেরেস্তা সেইস্থান মাপিয়া দেখিতে সম্মত হইলেন এবং মাপিয়া দেখা গেল যে, কাফের ও মুমীন-শাসিত রাজ্যের সীমান্তের এমন একটি স্থানে আসিয়া সেইব্যক্তি মৃত্যু-মুখীন হইয়াছে যে তাহার দক্ষিণ পদ মুমীন শাসিত-রাজ্যে আর বাম পদখানি রহিয়া গিয়াছে কাফের-শাসিত রাজ্যে। অতঃপর অনুগ্রহের ফিরিস্তা স্বীয় দাবী সাব্যস্ত হইয়াছে ঘোষণা পূর্বক একান্তই সহজ উপায়ে এবং আরামের সহিত সেইব্যক্তির প্রাণ দেহচ্যুত করি-লেন। অতএব প্রত্যেকেই কাফের-শাসিত রাজ্য ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। (কলিকাতা রিভিউ সি, আই, আই, সংখ্যা ৩৮৮ ও ৩৮৯ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত)

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া চলিয়া যাইতে চায়।

১৩) হযরত আবুওয়াকিদ লয়সী (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, জেন্ত পশুর শরীর হইতে যে অংশ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে অথচ পশুটি জীবন্তই রহিয়াছে উক্ত অংশ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হইবে।—আবুদাউদ, তিরমিযীর শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং তিরমিযী বর্ণনাটিকে হাসান বলিয়াছেন।

ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة -

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

পাত্র সম্বন্ধে বিবরণ :

১৪) হযরত হুযায়ফা ইবনুল এমান (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত পাত্রে পানীয় গ্রহণ করিওনা এবং উহার থালায় আহার করিওনা। কারণ ইহা দুন্‌য়ায় অমুসলিমদের অংশ এবং তোমাদের জন্য উহা পারলৌকিক জীবনে ব্যবহার্য।—বুখারী ও মুসলিম।

لاتشربوا فى آنية الذهب والفضة ولاتاكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الاخرة -

১৫) হযরত উম্মে সলমা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি রৌপ্যনির্মিত পাত্রে কিছু পান করিবে বস্তুতঃ সে তাহার উদরে জাহান্নামের অগ্নি ভর্তি করিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم -

১৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কাঁচা চাম পাকা করিয়া নিলে উহা পবিত্র হইয়া যায়। সুননের গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের সূত্রে "যেকোন কাঁচা চামড়া" শব্দ বর্ণিত হইয়াছে[১]।—মুসলিম।

اذا دبغ الاهاب فقد طهر وعند الاربعة ايما اهاب دبغ -

১৭) হযরত সলমা বিন মুহাব্বাক (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মৃতজন্তুর চর্ম দেবাগত দিলে পবিত্র হইয়া যায়। ইবনে হিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

دباغ جلود الميتة طهورها

১) অর্থাৎ উক্ত চর্মদ্বারা কোন পাত্র নির্মাণ করতঃ উহাতে পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে।—অনুবাদক।

১৮) হযরত ময়মুনা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) গমনকালে দেখিতে পাইলেন যে, লোকেরা একটি মৃতছাগল টানিয়া নিয়া যাইতেছিল তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যদি তোমরা উহার চামড়া গ্রহণ করিতে তাহাহইলে উপকৃত হইতে পারিতে। তাহারা আরয করিল ইহা ত মৃত। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পানি এবং আমলকীর পাতা উহাকে পবিত্র করিতে পারে।—আবুদাউদ ও নাসায়ী।

مر النبى صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ -

১৯) হযরত আবুছা'লাবা খুশনী (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! আমরা আহলে কিতাবদের দেশে বাস করিয়া থাকি। আমরা তাহাদের পাত্রে আহার করিতে পারিব কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না উহাতে আহার করিওনা। তবে যদি ইহা ছাড়া অন্য পাত্র পাওয়াই না যায় তাহাহইলে উহাকে উত্তমরূপে বিধৌত করিয়া উহাতে আহার করিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

قلت يارسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنا كل فى انيتهم قال لاتاكلوا فيها الا ان لاتجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها -

২০। হযরত ইমরাণ বিন হুসাইন (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করিম (দঃ) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ জনৈক মুশরিকা স্ত্রীলোকের মশকের পানি দ্বারা অযু করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিমের সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة -

২১) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) একটি পানপাত্র (পিয়ালা) ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি রৌপ্য নির্মিত তারের দ্বারা উহার ভগ্ন অংশদ্বয়কে সংযোজিত করিয়া নিয়াছিলেন।—বুখারী।

ان قدح النبى صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة -

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

নাজাসত ও উহা বিদূরিত করার বর্ণনা :—

২২) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আমরা মদকে সির্কায় পরিণত করিতে পারি কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন, না (মদকে সির্কা করিলেও উহা বৈধ হইবেনা)।—মুসলিম ও তিরমিযী। তিরমিযী উক্ত হাদীসকে হাসান ও বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نتخذها خلا قال لا -

২৩) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) খয়বর দিবসে ইহা ঘোষণা করিতে সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি ঘোষণা করিলেন যে, আল্লাহ ও তদীয় রসূল (দঃ) তোমাদিগকে (মুসলমানকে) গৃহপালিত গর্দভের গোশ্ত হইতে নিষেধ করিতেছেন। কারণ উহা অপবিত্র (অবৈধ)।—বুখারী ও মুসলিম।

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الا هلية فانها رجس -

২৪) হযরত আমর বিন খারেজা (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহিতাবস্থায় মীনা নগরে আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহার উষ্ট্রীর মুখের লালা (লুয়াব) আমার গায়ে পড়িতেছিল।—আহমদ, তিরমিযী উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفى -

২৫) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বস্ত্র হইতে মনি ধৌত করিতেন এবং উহা পরিধান করতঃ নমাযের জন্য বহির্গত হইতেন। আমি উক্ত কাপড়ের ধৌত-চিহ্ন দেখিতে পাইতাম।—বুখারী ও মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنى ثم يخرج الى الصلوة فى ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه -

মুসলিমের সূত্রে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা বলেন, আমি রসূলুল্লাহর [দঃ] কাপড় হইতে আমার নখের দ্বারা মনি আঁচড়িয়া ফেলিতাম এবং তিনি উহাতে নমায পড়িতেন। অন্যশব্দে আমার নখের দ্বারা শুষ্ক মনিকে আঁচড়িয়া ফেলিতাম : বর্ণিত হইয়াছে।

لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه وفى لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفرى من ثوبه -

২৬) হযরত আবু ছমহ [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, কচি মেয়ের প্রস্রাব বিধৌত করিতে হইবে এবং কচি ছেলের প্রস্রাবে পানি ছিঁটাইয়াদিলেই চলিবে। [মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত অপর আহার গ্রহণ করার পূর্বেকার প্রস্রাবের এই হুকুম।]—আবুদাউদ ও নাসায়ী ; ইমাম হাকিম এই বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

يغسل من بول الى ريبة ويرش من بول الغلام -

২৭) হযরত আসমা বিন্ত আবুবকর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন যেরক্তস্রাব কাপড়ে লাগিয়া যায় সেসম্বন্ধে নবীয়ে করীম (দঃ) বলিয়াছেন, প্রথমতঃ উহাকে মর্দন করিয়া অতঃপর পানিদ্বারা উহা উঠাইয়া কিঞ্চিৎ পানি উহাতে ছিটাইয়া দিতে হইবে। তৎপর উক্ত কাপড়ে নমায সমাধা করিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه -

২৮) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ] বলেন, খওলা নামীয় ছাহাবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি উক্ত রক্তস্রাব পানিতে বিধৌত করিলেও তাহার কিঞ্চিৎ চিহ্ন থাকিয়া যায় তাহা- হইলে কি করা কর্তব্য? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার জন্য পানি যথেষ্ট হইবে এবং উহার চিহ্ন কোন ক্ষতিকারক হইবেনা।—তিরমিযী ; এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

قالت خولة يارسول الله ان لم يذهب الدم ؟ قال يكفيك الماء ولايضرك اثره -

ছতুর্থ পরিচ্ছেদ :

অযূর বিবরণ :—

২৯) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের প্রতি কষ্টসাধ্য হওয়ার আশংকা না হইলে আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক অযূর সময় মিছ্ওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করিতাম।—মালিক, আহমদ ও নাসায়ী। ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে ইহাকে মুআল্লাকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء -

৩০) হুমরান মওলা হযরত উছমান (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা হযরত উছমান (রাযিঃ) অযূর পানি তলব করিলেন এবং উক্ত পানিদ্বারা স্বীয়হস্তদ্বয় কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন তারপর কুলকুচা করিলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিলেন। অতঃপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করিয়া দক্ষিণ হস্তকে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোলাই করিলেন আবার বাম হস্তকেও তিনবার ধৌত করিয়া মস্তকে মছাহ্ করিলেন তৎপর পদযুগলকে পরপর তিনবার করিয়া প্রক্ষালন করিলেন। অতঃপর হযরত উছমান বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) আমার এই অযূর ন্যায় অযূ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—বুখারী ও মুসলিম।

ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئى هذا -

৩১) হযরত আলীয়ে মুর্তাযা (রাযিঃ) রসূলুল্লাহর (দঃ) অযূর বৈশিষ্ট বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মস্তকে একবার মছাহ্ করিয়াছেন।—আবুদাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী বিশুদ্ধ সনদে। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, এসম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে ইহাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

ومسح رأسه واحدة

৩২) হযরত আবদুল্লাহ বিন যয়দ বিন আসিম রসূলুল্লাহর (দঃ) অযূর বিশেষণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) মস্তক মছাহ্ করিতে হস্তদ্বয়কে মস্তকের পূর্বভাগ হইতে পশ্চাতে নিয়াছেন আবার পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আনয়ন করিয়াছেন। অপর শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মস্তকের অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তদ্বয়কে পশ্চাতে ঘাড় পর্যন্ত নিয়াগেলেন তৎপর আবার উহাকে সেইস্থানে ফিরাইয়া আনিলেন যেস্থান হইতে মছাহ আরম্ভ করিয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه فاقبل بيده وادبر - بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه -

৩৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) অযূর বিশেষণ বর্ণনাতে বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) মস্তক মছাহ করতঃ স্বীয় তর্জনী দ্বয়কে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের সাহায্যে কানের বহিরাংশ মছাহ করিলেন।—আবুদাউদ, নাসায়ী। ইবনে খুযায়মা এই রেওয়ায়তকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ثم مسح صلى الله عليه وسلم براسه وادخل اصبعيه السبا حتين فى اذنيه ومسح بابهاميه فى ظاهر اذنيه -

৩৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয় (আর ওযু করে) তখন স্বীয় নাসিকা তিনবার ঝাড়িয়া ফেলিবে। কারণ শয়তান তাহার নাসারন্ধ্রে রাত্রিযাপন করিয়া থাকে।—বুখারী ও মুসলিম।

اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه -

৩৫) হযরত আবু হুরায়রা [রাযিঃ] রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে তখন হস্তদ্বয়কে তিনবার বিধৌত না করা পর্যন্ত পানির পাত্রে

اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدرى اين باتت يده -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হস্ত যেন প্রবেশ না করে। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাহার হস্ত কোন্ কোন স্থানে পৌঁছিয়াছিল তাহা সে অবহিত নহে। —বুখারী ও মুসলিম, বর্ণনাস্থলে মুসলিমের শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

৩৬) হযরত লকীত বিন ছাবুরা [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, দেখ, অযূর অঙ্গগুলিকে মর্দন করতঃ উত্তমরূপে অযূ করিবে এবং অঙ্গুলীগুলির মধ্যে খেলাল করিবে এবং উত্তমরূপে নাকে পানি প্রদান করিবে কিন্তু যদি রোযাদার হও (তাহাহইলে অধিক পরিমাণ নাকরিলেও চলিবে)।—সুনানের গ্রন্থ চতুষ্টয়, ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।—আবুদাউদের সূত্রে "যখন অযূ কর তখন কুল্লি করিবে" বর্ণিত হইয়াছে।

৩৭) হযরত উছমান (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) অযূর মধ্যে স্বীয় দাড়িতে খেলাল করিতেন।— তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৩৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন যয়দ (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবীয়ে করীমের (দঃ) নিকট এক মুদের দুই তৃতীয়াংশ (অর্ধ সের পরিমাণ) পানি আনয়ন করা হইলে তিনি উহা দ্বারা হস্তদ্বয় মর্দন করিতে লাগিলেন—অযূ করিতে লাগিলেন।—আহমদ, ইবনেখুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৩৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন যয়দ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, তিনি রসূলুল্লাহকে(দঃ) প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, তিনি মস্তক মছাহ করার জন্য যে পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন উহা ব্যতীত নূতন পানি কর্ণদ্বয়ের মছহের জন্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।—বয়হকী এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম তিরমিযীও ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। মুসলিমের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) হস্তদ্বয়ের অবশিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি দ্বারা মস্তক মছাহ করিয়াছেন এবং ইহাই মাহফুয—সুরক্ষিত।

৪০) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আমার উম্মতগণ উত্থিত হইবে আর তাহাদের অযূর অঙ্গগুলি চক্‌চক্ করিতে থাকিবে। অতএব যাহারা এই চমক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ তাহাদের উহা বৃদ্ধি করা উচিত।—বুখারী ও মুসলিম। বর্ণিত শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।

৪১) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার প্রত্যেক কার্যে ডান দিক হইতে আরম্ভ করাই পছন্দ করিতেন এমন কি পাদুকা পরিধানে,কাঁকুই ব্যবহারে এবং অযূ করিতেও তিনি ডান দিক হইতে আরম্ভ করা পছন্দ করিতেন[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

৪২) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা যখন অযূ করিতে আরম্ভ কর তখন তোমাদের ডান দিক হইতেই আরম্ভ কর।—সুনন, ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪৩) হযরত মুগীরা বিন শুবা'হ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ

১) ইমাম নববী বলেন, শরীয়তের স্বাভাবিক রীতি এই যে, যেসমস্ত কার্য সম্মান-সূচক উত্তমকার্য উহা দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করা এবং যেসমস্ত কার্য উহার বিপরীত—যেমন পায়খানায় প্রবেশ করা আর মসজিদ হইতে বহির্গত হওয়া ইত্যাদি—উহাতে বাম দিক হইতে আরম্ভ করাই মুস্তাহাব।—নয়লুলআওতার ও ছুবুলুসসালাম।

www.ahlehadeethbd.org

বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) অযূ করিলেন অতঃপর স্বীয় ললাটে ও পাগ্‌ড়ীতে এবং মোজার মছাহ করিলেন।— মুস্‌লিম।

ان النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ـ

৪৪) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রসূলুল্লাহর (দঃ) হজের বর্ণনায় বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে, আল্লাহ যাহা দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন তোমরাও তাহাদ্বারা আরম্ভ কর।—নাসায়ী। মুস্‌লিমের সূত্রে "আরম্ভ করিবে" সংবাদ বাচক শব্দে বর্ণিত হইয়াছে।

ابدؤا بما بدأ الله به ـ

৪৫) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন অযূ করিতেন তখন স্বীয় কনুইদ্বয়-ব্যাপী পানি প্রদান করিতেন।—দারকুত্‌নী দুর্বল সনদে।

اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه

৪৬) হযরত আবুহুরায়রা(রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অযূতে বিছমিল্লাহ বলিবেনা তাহার অযূ হইবেনা।—আহমদ, আবুদাউদ, ও ইব্‌নে মাজাহ দুর্বল সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং তিরমিযী সঈদ বিন যয়দ ও আবুসাঈদ কর্তৃক এইরূপই রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন, বিছমিল্লাহ সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নাই।

لاوضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه

لايثبت فيه شيء

৪৭) তল্‌হা বিন মুছার্‌রেফ স্বীয় পিতা হইতে এবং তিনি স্বীয় দাদার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) দেখিয়াছি যে, তিনি স্বীয় অযূতে কুল্লি এবং নাসিকায় ভিন্ন ভিন্ন বারে পানি প্রদান করিয়াছেন।—আবুদাউদ এই হাদীসটি দুর্বল সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين المضمضة والاستنشاق ـ

৪৮) হযরত আলী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) অযূতে কুল্লি করিলেন এবং তিনবার নাসিকা ঝাড়িলেন। তিনি একই হাতের পানিতে কুল্লি এবং নাকে পানি প্রদান করিতেন।—আবুদাউদ ও নাসায়ী।

فمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذى ياخذ منه الماء ـ

৪৯। হযরত আবদুল্লাহ বিন যয়দ (রাযিঃ) অযূ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় হস্তে পানি গ্রহণ করতঃ একই হস্তের পানিতে কুল্লি করিলেন এবং নাকে পানি প্রদান করিলেন, এরূপ তিনি তিনবার করিয়াছেন।—বুখারী ও মুস্‌লিম।

ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنثر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ـ

৫০) হযরত আনস (রাযি) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) জনৈক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যে, তাহার পায়ে নখ পরিমাণ স্থানে অযূর পানি পৌঁছায়নাই। রসূলুল্লাহ [দঃ] তাহাকে বলিলেন, তুমি পুনরায় উত্তমরূপে অযূ করিয়া আস।—আবুদাউদ ও নাসায়ী।

راى النبى صلى الله عليه وسلم رجلا وفى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك ـ

৫১) হযরত আনস [রাযিঃ] বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) অর্ধসের পরিমাণ পানি দ্বারা অযূ করিতেন এবং (একছা) পৌনে তিনসের হইতে তিনসের পরিমাণ পানির দ্বারা গোসল করিতেন।—বুখারী ও মুস্‌লিম।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد ـ

৫২) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের যেকোন ব্যক্তি অযূ করে এবং উত্তমরূপে অযূক্রিয়া সমাধা করিয়া "আশ্‌হাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশরীকালাহু ওয়া

مامنكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الافتحت له ابواب الجنة ـ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রসূলুহু"[১] এই দোয়া পাঠ করিবে তাহার জন্ত বেহেশ্‌তের দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।—মুসলিম ও তিরমিযী।

তিরমিযীর সূত্রে উপ-যোক্ত দোআর শেষে "আল্লাহুম্মাজ্‌আল্‌নী মিনাত্তাওওয়াবীনা ওয়াজ্‌আল্‌নী মিনাল্‌ মুত্তাত্বাহ্‌হিরীনা" বর্দ্ধিত করা হইয়াছে[২]।

اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোজাতে মছাহ্‌ করার বর্ণনা :—

৫৩) হযরত মুগীরা বিন শু'বাহ (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে উপস্থিত ছিলাম সেই সময় তিনি অযূ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার মোজাদ্বয়কে (পদযুগল হইতে) উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, উহাকে থাকিতে দাও; আমি পবিত্রাবস্থায় উহা পরিধান করিয়াছি। অতঃপর তিনি উক্ত মোজাদ্বয়ে মছাহ্‌ করিলেন।—বুখারী ও মুস্‌লিম।

كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فانى ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما -

নাসায়ী ব্যতীত সুনানের গ্রন্থত্রয়ে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবীয়ে করীম (দঃ) স্বীয় মোজার উর্দ্ধ ও নিম্ন উভয় দিকেই মছাহ্‌ করিলেন।

৫৪) হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, দ্বীনের কার্যাবলী রায় বা বিবেকের সাহায্যে নিরূপিত হইলে মোজার নিম্নভাগে মছাহ্‌ করা উপরের চাইতে উত্তম ও শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইত। অথচ আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি (দঃ) মোজার উপরিভাগে মছাহ্‌ করিতেন।—আবুদাউদ হাসান সনদে।

لوكان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه -

৫৫) হযরত সফ্‌ওয়ান বিন আস্‌সাল [রাযিঃ] হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, নবী [দঃ] আমাদিগকে নির্দেশ দিতেন যখন আমরা সফরে থাকি তখন তিন দিবস ও তিন রাত্রি পর্যন্ত মলত্যাগ, প্রস্রাব এবং নিদ্রার পর অযূ করার সময় যেন আমরা মোজা না খুলি কিন্তু অপবিত্রাবস্থায় (গোসল করিতে হইলে উহা না খুলিয়া উপায় নাই)।—নাসায়ী ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

كان النبى صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لاننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم -

৫৬) হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন রসূলুল্লাহ [দঃ] মোজার উপর মছাহ্‌ করার মীআদ গৃহবাসিদের [মুকীম] জন্য একদিবস ও এক রাত্রি এবং মুসাফেরের জন্য তিন দিবস ও তিন রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছেন।—মুসলিম।

جعل النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعنى فى المسح على الخفين —

৫৭) হযরত ছওবান [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করতঃ তাহাদিগকে [এই সফরে] পাগ্‌ড়ি এবং মোজার উপর মছাহ্‌ করিতে নির্দেশ দান করিলেন।—আহমদ ও আবুদাউদ। ইমাম হাকেম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعنى العمائم والتساخين يعنى الخفاف -

৫৮) হযরত উমর [রাযিঃ] হইতে মওকুফভাবে এবং হযরত আনস কর্তৃক মরফু সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যদি তোমাদের কেহ অযূ করতঃ মোজা পরিধান করিয়া থাকে তাহাহইলে উহাতে মছাহ্‌ করিয়া

اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل

১) আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, একক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তাঁহার কোন শরীক (অংশীদার) নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর দাস ও প্রেরিত রসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী এবং পবিত্রতা গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

www.ahlehadeethbd.org

নমায সমাধা করিতে পার এবং ইচ্ছাকরিলে জনাবত ব্যতীত উহা উন্মুক্ত না করিলেও চলিবে।—দারকুত্নী, হাকীম এবং তিনি উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة -

৫৯) হযরত আবুবক্‌রাহ [রাযিঃ] বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম [দঃ] অনুমতি দিয়াছেন যে, মুসাফের তিন দিবস ও তিন রজনী এবং মুকীম একদিবস ও এক রজনী পর্যন্ত মোজার মছাহ করিতে পারিবে যদি তাহারা পবিত্রাবস্থায় মোজা পরিধান করিয়া থাকে।—দারকুত্নী, ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما -

৬০) হযরত ওবাই বিন উমারাহ [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রসূলুল্লাহকে [দঃ] জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি মোজায় মছাহ করিতে পারি কি? রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন হাঁ; তিনি বলিলেন এক দিবস? হযরত [দঃ] বলিলেন হাঁ। তিনি প্রশ্ন করিলেন দুই দিবসে? হযরত বলিলেন হাঁ, এবং তিন দিবসের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া হযরত বললেন, তিন দিবসেও আরও তুমি যা চাও।—আবুদাউদ; এই হাদীস বিশুদ্ধ নহে।

يارسول الله امسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة ايام قال نعم وما شئت -

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অযূ ভঙ্গকারী বস্তুর বিবরণ:—

৬১) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগে তাঁহার সহচরবৃন্দ ঈশার নমাযের জন্য অপেক্ষমান থাকিতেন এমনকি অপেক্ষা করিতে করিতে তন্দ্রায় তাঁহাদের মাথা ঢলিয়া পড়িত। অতঃপর ঈশার নমায সমাধা করিতেন কিন্তু পুনরায় অযূ করিতেন না।—আবুদাউদ, দারকুত্নী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইহার মূল বর্ণনা মুস্‌লিমেও রহিয়াছে।

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق روسهم ثم يصلون ولا يتوضأون -

৬২) মুস্‌লিমকুলজননী আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; তিনি বলিয়াছেন, ফাতেমা বিন্‌তে আবু হুবায়শ রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! আমার রক্তস্রাব অতিরিক্ত হইয়া ইস্‌তিহাযারূপ ধারণ করিয়া থাকে আর আমি উহা হইতে পাক হইতে পারিনা, আমি উহার জন্য নমায পরিত্যাগ করিতে থাকিব কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না নমায ত্যাগ করিওনা; ইহা রক্তস্রাব নহে বরং একটি শিরা মাত্র যাহা হইতে এই রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। অতএব যখন রক্তস্রাব হয় তখন নির্দিষ্ট দিবসে তুমি নমায পরিহার করিবে এবং যখন (নির্দিষ্ট দিবসে) উহা বন্ধ হইয়া যায় তখন গোছল করতঃ নমায পড়িতে থাকিবে।—বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তুমি প্রত্যেক নমাযের জন্য অযূ করিতে থাকিবে। ইমাম মুসলিম এই অংশকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন[১]।

جاءت فاطمة بنت ابى حبيش الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله انى امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلوة قال لا انما ذلك عرق و ليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعى الصلوة واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى -

ثم توضائى لكل صلوة

৬৩) হযরত আলী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি অতিরিক্ত মাত্রায় মযীধারী[২] পুরুষ ছিলাম। আমি মেকদাদ্‌কে এসম্বন্ধে হযরতকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করিলাম এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উহাতে অযূ করিতে হইবে।—বুখারী ও মুসলিম বুখারী হইতে শব্দগুলি গৃহীত।

كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء

১) ইমাম মুসলিমের মতে হাদীসের আলোচ্য অংশটি শুধু হাম্মাদ বিন যয়দ কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ নহে। হাফেয ইবনে হজর স্বীয় ফতহুলবারীতে ইহার বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইহা বর্ণনাতে হাম্মাদ একক নহেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ইস্‌তিহাযার রক্ত অযূ ভঙ্গকারী।—অনুবাদক।

২) মযী:—অতিরিক্ত কামভাব উপস্থিত হইলে পুরুষাঙ্গ দিয়া শ্বেতবর্ণ যে পানি নির্গত হয় এবং প্রস্রাবের পর যে সাদাপানি বহিষ্কৃত হয় উহাকে মযী বলা হইয়া থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে নবজীবনের সূচনা

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ অনুধ্যান করলে দৃষ্ট হয় যে, গদ্যের আবির্ভাব পদ্যের পরে হয়েছে। অবশ্য সূচনা হতেই—কথোপ-কথনের ভাষা ছন্দমিলনের বন্ধন স্বীকার করে চলেনা। কিন্তু লেখনীমুখে ভাষার প্রথম প্রকাশ ছন্দ ও মিলের আশ্রয়েই আরম্ভ হয়, পরে গদ্যে তা' পরিণতি লাভ করে। আমাদের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রাচীন-তম চর্যাপদ রচনার কাল ৯৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। এগুলি ছন্দবদ্ধ। এরপর উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হতে প্রায় হাজার খানেক বছর লেগেছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাংগালী রামরাম বসু রচিত "রাজা প্রতা-পাদিত্য চরিত্র"কেই আমরা প্রথম মৌলিক বাংলা গ্রন্থ বলে থাকি। কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্য গদ্য নয়। আর কোন দেশেই পদ্য হইতে গদ্যের আবির্ভাবে এত দীর্ঘ সময় লাগেনি যেমন লেগেছে বাংলা ভাষায়। বাংগালী জাতির গীতিপ্রবণতার এটা অন্যতম প্রমাণ।

অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর আজ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস তার শৈশবেরই ইতিহাস। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ তাম্রশাসন ও তন্ত্রসাধনের উপদেশ প্রভৃতিতে এ'কাল পর্যন্ত এক ধরণের বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু বাংগালীর শিল্পী-মন তখন পর্যন্ত মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী ও কবিগানের রচনা ও প্রয়োগে সার্থকতালাভের চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সমুদ্রপারের সওদাগরের ও খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের আগ-মনে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাংগালীর আত্ম-চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। ইহাই হল এর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।

পৃথিবীতে বর্তমানে যতগুলি ভাষা প্রচলিত আছে, বাংলা ভাষার স্থান তাদের মধ্যে মোটেই হীন নয়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা ধরে বিচার করলে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে বাংলার স্থান সপ্তম। দেড়শত ভাষার মধ্যে সপ্তম স্থান বিশেষ নিন্দার কথা নয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ লোক বাংলা ভাষাভাষী—অর্থাৎ আনুমানিক সাড়ে ছয় কোটি মানুষ বাংলা ভাষার সাহায্যে পরস্পর মনের ভাব আদানপ্রদান করে থাকে।

ভাষাতাত্বিক পণ্ডিতদের অনুমান অনুযায়ী বাংলা ভাষার সূত্রপাত এরূপ:—আনুমানিক ছ'শত খৃষ্টাব্দে এদেশে মাগধী প্রাকৃতের চল ছিল। আটশত খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সেটাই মাগধী অপভ্রংশের রূপ গ্রহণ করে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এ-মাগধী অপভ্রংশ প্রাচীন বাংলায় রূপান্তরিত হয় এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বাংলা ভাষা পরিচয়" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন:—

"নদী যেমন অতি দূর পর্বতের শিখর থেকে ঝর-ণায় ঝরণায় ঝ'রে ঝ'রে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌছায় তেমনি এই দূরকালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণী ধারায় বয়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তরে বাংলা দেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হলনা তার প্রকাশলীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্ব দেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আমাদের এই বর্ত-মান কালের নব জাগ্রত চিত্তের মিলন দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতিপুরাতন এবং এই অতিআধুনিক বাক্য-স্রোত। এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হয়ে আছি।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"এই অতিপুরাতন" এখন প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিষয়, "অতিআধুনিক" বাক্য স্রোতের আদর্শই আমাদের বিচার্য। কিন্তু নূতনকে বুঝতে হলে পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। তবেই তাহার রহস্য কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত হবে। প্রাচীনকে বাদ দিয়ে একেবারে আধুনিককে নিয়ে পড়লে আমাদের বিস্ময় জাগ্রত হবেনা।

বস্তুতঃপক্ষে বাংলা গদ্যের হিসাব ধরতে হলে এ সত্যটী আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, ভাষার ইতিহাস যত প্রাচীনই হোক, বাংলা গদ্যের ইতিহাস অতিশয় অর্বাচীন। বাংলা গদ্যের সাহিত্য সেদিন পর্যন্তও শিশুমাত্র ছিল। উপরের আবরণ ভেদ করে শাবক সবেমাত্র বের হয়েছে। হয়ত' পক্ষোদ্ভেদও হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের উদার আকাশে অবাধে ডানা মেলে উড়বার মত শক্তি তখনও সে সঞ্চয় করেনাই। না করলেও, আশ্চর্য রকম দ্রুত এর উন্নতি সাধন হয়েছে। বাংলা গদ্যের ভবিষ্যত যে সুপ্রসন্ন, আদর্শ যে মহৎ, তা' এর নবজন্মের এক শতাব্দীর মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবিন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভার উদয়েই সূচিত হয়েছে।

ইতিহাস অল্পকালের বলেই ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে বসলেই বাংলা গদ্যের সমগ্র রূপটি আমাদের ধ্যান করতে হবে। এর জন্য, বিভিন্ন মোড়, প্রতিভাবান সাহিত্যশিল্পীদের সাধনায় এর ক্রম বিবর্তন—ভবিষ্যতের আদর্শ নির্ধারণে এসকল বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী সওদাগর ও খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের আগমনে বাংলা দেশে যে আলোড়ণ উপস্থিত হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণমিত্র ও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি বঙ্গসন্তানেরা এক ধরনের পাঠ্যকেতাবী বাংলা গদ্য সৃষ্টি করলেন। রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, কাশীনাথ প্রভৃতি নৈয়ায়িক তর্ক ও শাস্ত্র আলোচনার মাধ্যমে যে গদ্যে চিন্তাশীলতার প্রলেপ দিলেন। ভবানী চরণ, জয় গোপাল, গৌর মোহন, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি সংবাদ পত্রের মারফত তাকে করে তুললেন দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী; কৃষ্ণ মোহন, গোপাল লাল, গোবিন্দ চন্দ্র তাতে পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের ভাবধারা দিলেন; অক্ষয় কুমার, কৃষ্ণ মোহন, রাজেন্দ্র লাল প্রভৃতি সেই গদ্যকে আধুনিক বিজ্ঞানের বাহন করার চেষ্টায় এর পরিধি বিস্তৃত করলেন এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্য রস সমপক্ত করে এ ভাষার জড় দেহে করলেন চৈতন্য সঞ্চার। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে এ অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল।

নীলমনি বসাক, তারা শঙ্কর, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রধান রীতিকে আশ্রয় করে বাংলা গদ্যে সাহিত্য রস সৃষ্টি করলেন বটে, কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন একদল লেখক বাংলা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা বরদাশ্‌ত করতে রাজী হলেন না। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, কালী প্রসন্ন সিংহ এ দলের লোক। তাঁরা বিদ্রোহ করে চলতি ভাষার আদর্শে আলালী রীতির প্রবর্তন করলেন। এ দলাদলীর বাহিরে একদল উৎকৃষ্ট গদ্য লেখক সংস্কৃত বা অসংস্কৃত কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পথকে অবলম্বন না করে নিজেদের রুচি ও রসবিচার মত চমৎকার গদ্যে সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তীকালের কয়েকজন সমুজ্জল জ্যোতিষ্কের প্রখর দীপ্তিতে তাঁরা নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। কিন্তু আজ দীর্ঘ শতাব্দী কাল পরে আমরা দেখতেছি বাংলা গদ্যের বর্তমান উন্নতি বিকাশে তাঁদের দান নিতান্ত কম নয়। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজা নারায়ণ বসু এ দলের অন্তর্ভুক্ত।

এঁদেরকে নিষ্প্রভ করার মূলে প্রধানতঃ বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতিভা। বঙ্কিমের প্রতিভার স্বরূপ বুঝ্‌তে হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে বাংলা গদ্যের অবস্থা একটু আলোচনা করতে হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্যারী চাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার—বিদ্যাসাগর, তারা শঙ্কর, অক্ষয় কুমার প্রবর্ত্তিত বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করেন। এ পত্রিকা প্রধানতঃ মহিলাদের জন্য প্রচারিত হয়েছিল। মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটী চ্যালেঞ্জ ছিল:—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। ১৬ই আগষ্ট; ১৮৫৪।"

এ মাসিক পত্রিকাতেই প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা হতে প্যারী চাঁদ ওরফে টেক চাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হতে থাকে। "আলালের ঘরের দুলাল" ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ কারণে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের একটী যুগসন্ধিক্ষণ বলা হয়। স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্র এ'আলালী যুগ বিপর্যয়ের কথা "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারি চাঁদের স্থান" নামক আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।

বঙ্কিম চন্দ্র যে কারণেই হোক, কালী প্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রতি অবিচার করেছেন। আমাদের বিবেচনায় কালী প্রসন্নের কীর্তি প্যারী চাঁদের কীর্তি অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়। বরঞ্চ যাঁর হাতে এক দিকে মহাভারতের অনুবাদের মত সংস্কৃতানুসারিনী ভাষা আর অন্য দিকে হুতোমী ভাষা রচনা সম্ভব হয়েছে, তিনি যে কি পরিমাণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তা' ভাবলে আজ আমরা বিস্ময় বোধ না করে পারিনা।

বাংলা গদ্য—সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে একটী যুগান্তকারী বৎসর। এ বৎসরে বিদ্যাসাগরী রীতি ও আলালী রীতির সার্থক সমন্বয় ঘটে, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। বঙ্কিম চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। সংস্কৃত-হিমালয় হতে তিনিই ভাগীরথের মত আধুনিক ভাষা গঙ্গার পথ কেটে তাকে সাগর-সঙ্গমে এনেছেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি ভাষায় অনুরাগী কয়েকজন পণ্ডিতের বাম হস্তের লিপি কৌশলে বাংলা গদ্যের জন্ম। সংস্কৃত রীতিই প্রথম হতে বাংলা ভাষাকেও বন্ধন করে ছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির অবকাশ এই পণ্ডিতেরাই রেখেছিলেন, নিতান্ত দয়া করে সুবিশাল সংস্কৃত-সৌধের খিড়কি দ্বারে প্রকৃত বাংলার খড়োকুটীর খানিও এঁরা নির্মাণ করেছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র আমাদের সংসার যাত্রায় এ কুড়ে ঘর খানির একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করলেন। তিনি দেখালেন, মূল সংস্কৃতের কাঠামোটি বাইরে বজায় রেখে খাঁটি বাংলার সাহায্যে "কপাল কুণ্ডলা," "কৃষ্ণকান্তের উইল," "দেবী চৌধুরাণী"র মত গ্রন্থ রচনা করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়; তিনি দেখালেন, সত্যকার সাহিত্যিক ভাষা গঠনে খাঁটি বাংলার ব্যবহার অপরিহার্য। রবীন্দ্র নাথ, শরৎচন্দ্র, ইত্যাদি বঙ্কিম চন্দ্রেরই পরবর্তী সাধক।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথমভাগ পর্যন্ত কলকাতায় বঙ্কিম চন্দ্রের ছাত্র জীবন। ১৮৫৮ আগষ্ট হতে তাঁর চাকুরী জীবন আরম্ভ হয়। এ সময় তিনি পাকা ইংরেজী নবিস। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইংরেজীতেই হাত পাকিয়েছেন এবং ঐ সালে তাঁর ইংরেজী উপন্যাস Rajmohon's wife ধারা-বাহিকভাবে Indian field সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হ'তে থাকে। কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে খুলনায় অবস্থান কালে অকস্মাৎ তাঁর মতিগতি পরিবর্তিত হয়। সম্ভবতঃ নিষ্ঠার সহিত বিমাতার (ইংরেজীর) সেবা করে মাতৃভক্ত বঙ্কিমের তৃপ্তি হয়নি Rajmohan's wife রচনা করে তাঁর মনে হয়ত ধিক্কার এসে থাকবে। কল্পনা এখনও দিগন্ত-বিস্তারি নয়, মূলধনও কম—তথাপি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বঙ্কিম চন্দ্র নিজেই নিজের ইংরেজী কাহিনী মাতৃ-ভাষায় অনুবাদ করতে বসলেন। এক অধ্যায়, দু' অধ্যায়, তিন অধ্যায়—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর পক্ষে কোন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, তা যেভাষাতেই হোক, সুখপ্রদ ও সহজসাধ্য নয়। অনুবাদ অগ্রসর হলনা। "রাজমোহনের স্ত্রী" সূত্রপাতেই পরিত্যক্ত হল।

এখান হতেই হল বাংলা গদ্য-সাহিত্যে নবজীবনের সূচনা। এখন হতে ভারতও অনভ্যাসের সংশয়কে দূর করে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সক্ষম সাধকেরা উপযুক্ত উপকরণ নিয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। বাংলা গদ্যের পরবর্তী ইতিহাস এ জয়যাত্রারই ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে এ নব ব্যাকরণের যেবর্ণনা দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে তা, স্মরনীয়। তিনি লিখেছন :—

"বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদঘাটিত হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা এই কালের

www.ahlehadeethbd.org

প্রার্থনা

এ, বি, এম, মুজীবুর রহমান

পিছু থেকে যেন দিয়ো নাকো ডাক কত কাজ বাকী আছে,
এইটুকু কৃপা আজি আমি চাই ওগো প্রভু তব কাছে;
তব হাতে গড়া কুসুমের বাগে
কত জঞ্জাল নিতিনিতি জাগে।
কত মালাকর নিয়োজিত তব এই বাগিচার কাজে
তবু কত কাজ রহিতেছে বাকী নিত্য প্রভাত সাঁজে।

আজও যে পারিনি গগন হইতে, বরষার মত ঝরি,
সিক্ত করিতে, হৃদয়-বাগিচা সরস সতেজ করি;
ফুটাইতে সেথা স্বরগের ফুল
বিলাতে হৃদয়ে কামনা আকুল
চলিতে সদাই কুসুম সজ্জিত স্বরগের পথ ধরি;
আজও বাকী আছে তাই এ কামনা জানাই তোমারে স্মরি।

আজও বাকী আছে ফিরাতে সেসব আঁধারের কাফেলাকে
আজও বাকী আছে মুছে দিতে সব পাপের কালিমাকে,
বাকী আছে আজও তলওয়ার নিয়ে
দাঁড়াতে সে পথে, যেই পথ বয়ে
আসে পাপ-মায়া দেয় হাতছানি গুপ্ত হৃদয় ফাঁকে,
আজও বাকী আছে রুখিতে সে সব গোপন পথের বাঁকে।

এ কাজ সাধিতে দাও গো শকতি দাও প্রভু কৃপা করি,
বড় সাধ মোর জেগেছে হৃদয়ে তব দেওয়া পথ ধরি,
যাহা কিছু তুমি দিয়েছ জীবনে
সে আশা ভরসা শয়নে স্বপনে
তার কিছু মোরে সমাধিতে দিও তার পরে যেন মরি
শুধু এই প্রার্থনা মোর বিকশিত কর হৃদয় মঞ্জরি।

সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি···কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য ···· । মুষলধারে ভাব-বর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ব কাহিনী—পশ্চিম কাহিনী সমস্ত নদী—নিঝারিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিতা হইতে লাগিল।"

ভাষা ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র যে খাত খনন করে দিয়েছেন, বাংলার গদ্য-সাহিত্য আজও প্রধানতঃ সে খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। (১)

(১) প্রকাশ থাকে যে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত Communal মনোবৃত্তির সাহিত্যিক ছিলেন। আমরা এখানে তাঁর শুধু সাহিত্যিক দিকটাই আলোচনা করলাম—প্রবন্ধকার।

www.ahlehadeethbd.org

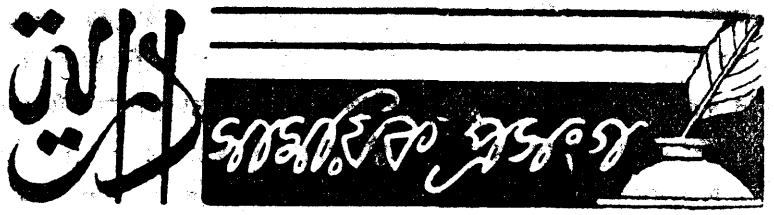

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

শিক্ষা কমিশনের সুপারেশ

বহু প্রতীক্ষিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সরকারের আমলে যে সমস্ত কাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে—শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া থাকিবে। প্রত্যেক দেশেরই ভবিষ্যত নির্ভর করে, সে দেশের শিক্ষাপদ্ধতির উপর। সুতরাং পাকিস্তানের ভবিষ্যত কিরূপ হইবে তাহা এই সুপারেশ হইতেই কিছুটা আঁচ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আলোচ্য রিপোর্টে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির সুপারেশ করা হইয়াছে এবং বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান এই সম্বন্ধে শিক্ষকদেরকে আশাও দিয়াছেন। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অতীতে শিক্ষকদের সমস্যার প্রতি কখনও সহানুভূতির দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই, ফলে শিক্ষাবিভাগে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে। একটি লোক মাষ্টার ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া সরকারের যেকোন বিভাগে চাকুরীতে ৫০০—৭০০৲ টাকা পাইয়া থাকে আর সেই লোকটাই শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত হইলে ১৫০—২০০৲ টাকা পাইবার অধিকারী হয় মাত্র। সুতরাং পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিভাগে চাকুরী খোঁজাখুজি করিতে হয়। শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিভিন্নমুখী শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয় সাধনই হইল পাক-শিক্ষা পদ্ধতির মূল সমস্যা—আর এই সমস্যাটিকে পাশ কাটাইয়া গেলে—কোন সমস্যারই সমাধান হইবেনা বরং তাহা চক্রবৃদ্ধি আকারে বৃদ্ধি পাইবে।

ইসলামী শিক্ষা :—

ইসলামী শিক্ষাকে প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহা অষ্টমমান পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হইবে।

প্রাথমিক স্তরে বা অষ্টমমান পর্যন্ত কি পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা জানা যায় নাই। অবশ্য এই পর্যায়ে পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় তথাপি ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

মাধ্যমিক স্তরেও ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইবে বলিয়া জনসাধারণ আশা করিয়াছিল কিন্তু জনসাধারণের সে আশা পূরণ হয় নাই বরং সে স্তরে ইসলামী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার সুপারেশ করা হইয়াছে।

পাকিস্তানের দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষা পদ্ধতির বিতর্কমূলক প্রশ্নটি সম্বন্ধে কমিশন কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা রিপোর্ট হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝিবার উপায় নাই।

এই সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেও বহুবার আলোচনা করিয়াছি যে, পাকিস্তানের শিক্ষা পদ্ধতির এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। মাদ্রাসায় শিক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি করিবে অথবা জাতীয় সেবার ভাণ করিবে আর স্কুল কলেজে সাধারণ শিক্ষালাভ করিয়া রুটী রোজগারের পথ যাচিয়া লইবে এই দ্বিবিধ ব্যবস্থাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায়না। পাকিস্তানের বিভেদমূলক এই দ্বিবিধ শিক্ষানীতি দেশকে নানা সমস্যার সম্মুখীন করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা যত শীঘ্র তিরোহিত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত সম্বন্ধে কমিশন কেন নীরবতা অবলম্বন করিলেন তাহা বুঝা গেলনা। তবে দেশের জনসাধারণ ইসলামী শিক্ষাকে কোন্‌ঠাসা করিয়া রাখা হউক, তাহা আর বরদাশত করিতে রাযী নহে।

সাধারণ শিক্ষা :—

এদেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক কিছুই রদবদল করার প্রয়োজন। আর যোগ্য কমিশন এইরূপ পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধনের সুপারেশও করিয়াছেন। আই, এ, পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতামুক্ত করা হইয়াছে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারেশ করা হইয়াছে—কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা কোথায় ?

প্রাইমারী শিক্ষা :—

আলোচ্য রিপোর্টে প্রাইমারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারেশ করা হইয়াছে, এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা কার্যকরী করা হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যয় বহুল হইলেও তাহা দেশের জন্য অপরিহার্য। কমিশন শুধু এই ব্যয় বহুল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং ইহা কার্যকরী করার পন্থাও বাতলাইয়া দিয়াছেন।

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা :—

শিক্ষা কমিশনের সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে। কমিশনের এই সুপারেশ হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সরকার পাকিস্তানের নাগরিকদের কাহাকেও অশিক্ষিত রাখিতে চাহেননা। ধনী, দরিদ্র ও ছোট-বড় সকলকেই শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করিতে চাহেন। আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের নাগরিকদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গেসঙ্গে ভাগ্য বিড়ম্বনায় শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে শিক্ষিত করিয়া তোলার চেষ্টা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কমিশন তজ্জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিবার সুপারেশ করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষার প্রতি যেসমস্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের বেশী আকর্ষণ নাই তাহাদের জন্য কারীগরি শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে। একটি জাতিকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে এই ধরণের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায়না। মূক, বধির ও অন্ধ বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকার।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—সাধারণ শিক্ষা ও প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অভিন্ন। কমিশনের এই সুপারেশ কার্যকরী হইলে পল্লী এলাকার অসংখ্য প্রাপ্ত বয়স্কলোকের অন্তর শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং নূতনভাবে তাহারা এক নূতন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

যে দেশের শতকরা ৮৬জন নাগরিক শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত সে দেশে গণতন্ত্র কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ? এই কারণে এবং একমাত্র এই কারণেই পাক-ইতিহাসের গত এগারটি বৎসর ব্যর্থতার গ্লানি বহন করিয়া আনিয়াছে, পাকিস্তানের আকাশ বাতাসকে কলংকিত করিয়াছে। রাজনৈতিক ভেল্কীবাজের দল অশিক্ষিত জনসাধারণকে নিজেদের মতলব হাছেলের কাজে খাটাইয়াছে। জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কতিপয় স্বার্থশিকারী রাজনৈতিক পাকিস্তানের আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অশিক্ষিত জনসাধারণ রাজনৈতিকদের ধোকায় পড়িয়া নিজেদের হিতাহিত সম্বন্ধে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমান সরকার এই অবস্থার প্রতিবিধান কল্পেই প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ ইহা প্রমাণিত সত্য যে, গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে

www.ahlehadeethbd.org

তাহা একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই সম্ভব। অক্টোবর-বিপ্লবের কর্ণধারগণ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

কমিশন প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনাকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: গঠনমূলক ও ব্যাপক। ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে পাকিস্তানের ৮৬ ভাগ অশিক্ষিত লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলার চেষ্টা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে মস্‌জিদের ইমামদেরও আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমামদের সমস্যা :—

বলাবাহুল্য যে—মস্‌জিদের ইমামদের মাধ্যমে দেশের গঠনমূলক কাজের বিরাট অংশ সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই—গোলামীর যুগ হইতে মস্‌জিদের ইমামগণ অত্যন্ত নির্মমভাবে উপেক্ষিত হইয়া আসিতে আসিতে তাহাদের কর্মশক্তি এখন দুর্বল। নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে তাহারা নিজেরাই একেবারে নিরাশ। ফলতঃ "যাহাদের নাই কোন অন্য গতি, তাহাদেরই ভাগ্যে জুটে ইমামতি"। ইহাই পাকিস্তানের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য সবখানেই এই নীতি প্রযোজ্য নয়, অনেক যোগ্য লোকও ইমামের পদে নিয়োজিত রহিয়াছেন। এমন একদিন ছিল যখন মস্‌জিদের ইমামের ইঙ্গিতে দেশের সমাজনীতি এমন কি রাজনীতিও পরিচালিত হইত কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে ইমামগণ আজ সে মর্যাদা হইতে বঞ্চিত।

তন্‌যীমুল মাসাজিদ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি এবং মস্‌জিদগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালনা করিলে মস্‌জিদের ইমামদের দ্বারা প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ও দেশের অন্যান্য গঠনমূলক কাজে বিরাট সাহায্য হইতে পারে। তবে সরকারকে তজ্জন্য ইমামদের ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইমামদের ভাতা বাবৎ যে টাকা ব্যয় হইবে প্রাইমারী শিক্ষা ও প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদানে তাহাদের সহযোগীতা দ্বারা তাহা পূরণ করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে তন্‌যীমুল মাসাজিদ ও ইমামদিগকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করা সম্বন্ধে ধীরস্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

নারী শিক্ষা :—

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার মৌলিক বিষয়াদী লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। নারী শিক্ষার আলোচনার ভূমিকাতে—নারী জাগরণ ও নারী স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিক আলোচনায়—"আপ্‌ওয়াকে" বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হইয়াছে। অবশ্য "আপওয়া"র গঠনমূলক কাজগুলির স্বীকৃতি দিতে কাহারও বাধা নাই। তবে তাহাদের নীতি বিগর্হিত কার্যাবলীকে কিছুতেই সমর্থন করা যায়না। অতীতের পার্লামেন্টারী রাজনীতির যুগে "আপওয়াক" অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে তদানীন্তন "আপওয়া" এমন কতগুলি নীতি বিগর্হিত কাজ করিয়াছে—যাহার জন্য অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানকে সম্মানের চোখে দেখিতে চাহেননা। সর্বপ্রথম সুস্থ নীতিতে ও নির্দিষ্ট সীমা রেখার মধ্যে ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে তাহা হইলেই আদর্শ নারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহা পাকিস্তানের খেদমত আন্‌জাম দিতে সমর্থ হইবে।

আমাদেরকে ভুলিয়া গেলে চলিবেনা যে, সমগ্র মুস্‌লিম জাহানে একমাত্র পাকিস্তানই ইস্‌লামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র—এবং পাকিস্তানই শুধু ইস্‌লামী রাষ্ট্র হওয়ার গৌরবের অধিকারী। সুতরাং আমাদের মায়ের জাতিকে আদর্শ মাতা হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। উচ্ছৃংখলতা তাহাদের অন্তরকে দখল করিয়া বসিলে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের গোটা জাতিই ধ্বংস হইয়া যাইবে। "সন্তানের শিক্ষাগার মাতৃক্রোড়ে"—সুতরাং আমাদের মাতৃজাতি যদি সন্তানের জন্য আদর্শ না হইতে পারেন তবে জাতির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাইমারী পর্যায়ে সহশিক্ষাকে সমর্থন করা হইয়াছে। প্রাইমারী পর্যায়ে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে বহু যুক্তি রহিয়াছে এবং সেযুক্তি সহশিক্ষার সমর্থনের যুক্তি অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী কিন্তু আর্থিক দৃষ্টিকোন্ হইতে বিচার করিলে পাকিস্তানের ন্যায় গরীব দেশে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র প্রাইমারী শিক্ষা সম্ভব নয় বলিয়াই তাহা সমর্থন করিতে হয়, তবে তজ্জন্য বয়োঃসীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বাধ্যতামূলক প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষাদান কার্য শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা অধিকতর শৃংখলার সহিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চলিতে পারে। সুতরাং বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের মেয়েদেরকে ক্রমান্বয়ে প্রাইমারী পর্যায়ে সহশিক্ষার মাধ্যমে হইলেও শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে অন্যথায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার গোটা পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

কমিশন মেয়েদের জন্য গৃহকর্ম,—সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সুপারেশ করিয়াছেন। আমাদের মতে সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা মেয়েদের জন্য বিশেষ রকমের শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ আমাদের নারী জাতিকে সর্বপ্রথম আদর্শ মাতা হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে এবং পরে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রুচী অনুযায়ী অন্যান্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদেরকে ভুলিয়া গেলে চলিবেনা যে, নারী—নারীই এবং পুরুষ—পুরুষই। সুতরাং ইহাদের শিক্ষা-দীক্ষা চালচলন, শারীরিক অবয়ব সবকিছুতেই স্বাতন্ত্র স্বাভাবিক এবং ফুক দিয়া তাহা দূর করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবেনা।

মেয়েদের জন্য গীতবাদ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, নৃত্যের কথা পরিষ্কারভাবে কিছু বলা না হইলেও যেখানে গীতবাদ্যের ব্যবস্থা থাকিবে সেখানে নৃত্যও শামেল হইয়া নৃত্যগীতি নাম ধারণ করিবে। ইসলাম যাবতীয় কাজেরই সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোথাও সীমা লঙ্ঘন হওয়া উচিত নয়। আমাদের মেয়েরা যাহাতে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা না পায়—সেইদিকে আমাদের কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আনন্দের বিষয় এই যে, কমিশন আমাদের নারী জাতিকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কমিশনের সর্বসম্মত মত এই যে—প্রথমতঃ নারীকে আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী হইতে হইবে এবং পরে অন্য সবকিছু। নারী প্রগতির নামে দেশে "নারীদুর্গতির" যে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে কমিশনের যোগ্য সদস্যগণ ইহাকে সমর্থন করেননাই। কারণ তাঁহারা খুব ভাল করিয়াই জানেন যে, অতি আধুনিক ও "আল্টা মডার্ণ" নারী কিছুতেই আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী হইতে পারেনা। কমিশনের এই দৃষ্টিভংগীকে আমরা মোবারকবাদ জানাই।

ভাষা সমস্যা :

ইংরেজীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার সুপারেশ করিয়া কমিশন অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

ইংরেজীকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কাহারও আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রাথমিক স্তর হইতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এই আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষাদানের পিছনে কোন যৌক্তিই নাই। তবে ইংরেজী ভাষাভাষী দেশসমূহে যাহারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন—তাহাদের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন আছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ অফিস আদালতের ভাষা হিসাবে—ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ ইংরেজী ভাষা এই দেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে বটে—কিন্তু বৃটিশ যুগের পূর্বে এদেশের খুব কম লোকই ইংরেজী বর্ণমালার সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিল। ইংরেজীকে বাদদিলে পাকিস্তান অনেক পিছনে পড়িয়া যাইবে বলিয়া যাহারা মায়া কান্না আরম্ভ করিয়া দেন; রাশিয়া, লালচীন, প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে তাহারা কি বলিতে চাহেন? ইংরেজীকে বিতাড়িত করিয়া আঞ্চলিক ভাষাদ্বয়কে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে সাময়িকভাবে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সে অসুবিধা অতি সহজেই বিদূরিত হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা কমিশন বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাষাদ্বয়ের সংস্কারের জন্য সরকার দুইটি বোর্ডও গঠন করিয়াছেন। উক্ত বোর্ডদ্বয় উভয় ভাষাকে সংস্কার করিয়া উপযোগী করিয়া তুলিবেন। সুতরাং শিক্ষা কমিশনের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অনাস্বীকার্য।

কমিশন শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের উপর রহিয়াছে। সরকার ইচ্ছ করিলে ইহাকে পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন অথবা রদবদল না করিয়াও কার্যকরী করিতে পারেন।

ইসলামী শিক্ষার প্রতি আরও কিছুটা উদার ও সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্টি প্রদান করিয়া কমিশনের সুপারেশকে কার্যকরী করিলে দেশের ভবিষ্যত উজ্জল হইয়া গড়িয়া উঠিবে বলিয়াই সুধী সমাজ আশা পোষণ করিতেছেন।

www.ahlehadeethbd.org